জ্ঞানদীপিকা।

বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীকালীচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

পঞ্চম খণ্ড।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর—সত্যরত্ন যন্ত্রে

শ্রীনবীনচন্দ্র চৌধুরী প্রিণ্টার দ্বারা

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৩

সূচীপত্র।

জ্ঞাতাজ্ঞানং তথাজ্ঞেয়ং দ্রষ্টাদর্শন দৃশ্যভূঃ।
কর্ত্তা হেতুঃ ক্রিয়া যস্মাত্তস্মৈজ্ঞপ্ত্যাত্মনেনমঃ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণের কুশলার্থে যদিচ জ্ঞানদীপিকা অহরহ প্রকাশিত করিতে অভিলাষ, কিন্তু যে রোগীর শ্লেষ্মার অনুগত বায়ু তাহার জীবিত আশা যেরূপ দুর্ব্বল তদ্বৎ বর্ত্তমান কালে দীপিকা প্রদীপ্ত না থাকার অশেষ কারণও সবল। আবার অনুমাত্র রসায়নও যেরূপ সমূহ শ্লেষ্মা বিনাশে শক্ত, তদ্রূপ শ্রীমান মহৎ লোকের সুবিচার নিষ্পন্নরূপ ফল লব্ধ হইলে এই দীপিকা প্রবল হইতে শঙ্কা অভাব সেই বিচার এই যাহা মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

নামুত্রহিসহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্দ্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

পিতা মাতা পুত্র স্ত্রী জ্ঞাতি যতই আছেন পরলোকে কেহই সহায় হইবেন না। কেবল ধর্ম্মই ইহলোকে সহায় আছেন পরলোকেও হইবেন। পুনশ্চ ;

মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবাযান্তি ধর্ম্মস্ত মনুগচ্ছতি॥

যেমন কাষ্ঠ এবং লোষ্ট্র অতি তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করে তদ্রূপ বান্ধবগণে মৃত শরীর পরিত্যাগ করিয়া গমন

করেন কিন্তু ধর্ম্ম কোন রূপেই ত্যজ্য না করিয়া অনুগমন করেন। অতএব ধার্য্য হইতেছে একমাত্র ধর্ম্মই পরমবন্ধু। এইক্ষণে নিশ্চয় আবশ্যক সেই ধর্ম্ম কি তাহাতে শ্রুতি বলেন ;—

বেদপ্রণহিত ধর্ম্মহ্যধর্ম্ম তদ্বিপ্রোধত।

অর্থাৎ বেদ বিহিত কর্ম্মই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীত অধর্ম্ম। এস্থলে এই নিশ্চয় প্রয়োজন বেদপ্রণীত বহু কর্ম্ম ধর্ম্ম রূপে উদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদর্থে পরাসর স্মৃতি উপস্থিত করিতেছি, যে হেতু ভদ্র সমাজে স্পষ্ট রাষ্ট ;—কলৌপরাসর স্মৃত। অর্থাৎ কলীতে পরাসরের মত গ্রহণীয়, সেই পরাসর বলেন,

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমে বাহুর্দানমেব কলৌযুগে॥

সত্যযুগে তপঃ দ্বারা ত্রেতায় জ্ঞান দ্বারা দ্বাপরে যজ্ঞ হইতে যে ফল লাভ হইয়াছে কলীতে এক দান দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ কূর্ম্মপুরাণে,—

ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধ্বরঃ।
দ্বাপরে যজ্ঞমে বাহুর্দ্দানমেকং কলৌযুগে॥

শ্রেয়লাভের উপায় সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলীযুগে একমাত্র দান ধর্ম্ম হইতেই মহাফল লাভ হয়। এই সমস্ত বিবিধ শাস্ত্রে কেবল দান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এমন কি, তন্নষ্টং যন্নদিয়তে। যাহা দান করা না যায় তাহা নষ্ট হয়। অতএব এখন এই ধার্য্য কর্ত্তব্য সেই দান মধ্যে কোন দান সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে মনু বলেন,—

সর্ব্বেষামেবদানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিল কাঞ্চন সর্পিষাং ॥

ইহার কল্লূক ভট্ট টীকা করেন। তেষাং মধ্যাৎ বেদদানং বিশিষ্যতে প্রকৃষ্ট ফলদং ভবতি ॥

জল, অগ্নি, গো, ভুমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ, ঘৃত প্রভৃতি দান অপেক্ষা বেদ শিক্ষা প্রদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

অতএব বক্তব্য কি তপস্যা কি যজ্ঞ কি জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা কলীতে দানেরই শ্রেষ্ঠতা তন্মধ্যেও বেদশিক্ষা প্রদান সর্ব্বোত্তম। ইহা যখন নিশ্চিত হইতেছে, এস্থলে মঙ্গলাকাঙ্খী জনগণের এতদর্থে ব্রতী হওয়া যদি সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হয় তবে জ্ঞানদীপিকা প্রবল দীপ্ত হইবার আর কি বাধা সম্ভবে, যে হেতু দীপিকার প্রধান উদ্দেশ্যই বেদার্থ প্রকাশ এবং সজ্জনের এতৎকার্য্য বা ইহার সহায়তা করাই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ট ধর্ম্ম শাস্ত্রার্থে প্রতিপন্ন করিতেছে। এবং ইহা যুক্তিযুক্তও বটে কারণ নীতিশাস্ত্রে,—

বিদ্যত্তঞ্চ নৃপত্তঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥

বিদ্যাবান আর নৃপতি কখনই তুল্য হইতে পারে না। যে হেতু রাজা কেবল স্বদেশেই পূজ্য কিন্তু বিদ্যানের কি স্বদেশে কি বিদেশে কি রাজসদনে কি প্রজা নিকেতনে কুত্রাপিই পূজ্যতার অভাব নাই। এস্থলে বিবেচনা করুন সমস্ত ধনে ধনী রাজা হইতেও যখন বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা স্পষ্ট হইল অত্রাবস্থায় বিদ্যাদান অপেক্ষাও কি শ্রেষ্ঠ দান বিবেচকের স্বীকার্য্য হইতে পারে। অপিচ হিতোপদেশে ;—

সর্ব্ব দ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমং।
অহার্য্যত্বা দনর্ঘত্বা দক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা ॥

পণ্ডিত কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই অত্যুত্তম, কারণ বিদ্যারূপ নিধিকে চোরে অপহরণ করিতে অশক্ত। বিদ্যার মূল্য নাই, আর কোন কালেই ক্ষয় হয় না। সুতরাং যখন বিদ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, অত্র স্থলে এতদপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ দান আছে। যদি বল বিদ্যা দানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও বেদ দান অপেক্ষা অন্যান্য বিদ্যা দানের সহায়তা করাই শ্রেষ্ঠ তদর্থে বলি। সাবিদ্যা তন্মতিজ্জয়া। সেই বিদ্যাকেই বিদ্যা বলা যায় যদ্দ্বারা বুদ্ধির পবিত্রতা লাভ হয়, এবং ইহা যুক্তিযুক্ত বটে যে হেতু নীতি শাস্ত্রে,—

বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য অবোধস্য কুতোবলং।
পশ্য সিংহোবনে রাজা শশকেন নিপাতিতঃ ॥

যাহার বুদ্ধি আছে সে দুর্ব্বল হইলেও বলিষ্ঠ যে হেতু অবোধের বল কার্য্যক্ষম হয় না তাহার স্থল বনে পশুজাতির রাজা যে সিংহ তিনি সর্ব্বতোভাবে বলিষ্ঠ হইয়াও ক্ষুদ্র এক শশক হইতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি বল অন্যান্য বিদ্যা যেরূপ অর্থলাভের কারণ তদ্রূপ এ বিদ্যায় লক্ষিত হয় না সুতরাং সুচতুর হইবার প্রধান কারণ অপর বিদ্যা, তদর্থে বলি। যালোকদ্বয় স্বাধনী তন্নভূতাং সাচাতুরি চাতুরি। যে চতুরতায় ইহলোক ও পরলোকের হিতসাধনা হয় সেই চাতুরীকেই চাতুরী বলা যায়। এস্থলে বেদ বিদ্যা ব্যতিরেকে কাহারো উভয় লোকে মঙ্গলাভ নাই, বিশেষ অন্যান্য বিদ্যায়

ধনলাভ প্রত্যক্ষ হইলেও অন্যায় ধনার্জ্জনে প্রশক্ত হইলে বণিক-পুত্রের ন্যায় অবসাদ গ্রস্ত হইতে হয়। তাহা হিতোপদেশে ব্যক্ত অর্থাৎ কোন রাজপুত্র অশেষ বিশেষ অভরণাদি দ্বারা স্ত্রীজাতিকে পূজা করিতেন তদ্দৃষ্টে ধন লোভে কোন বণিক আপন সুন্দরী স্ত্রীকে উপস্থিত করিলে রাজা তদ্দৃষ্টে মোহিত হইয়া হরণ করায় বণিকপুত্র যেমন চির দুঃখিত হইলেন তদ্বৎ অপর বিদ্যা দ্বারা ধন আহরণ অভিলাষীকেও চির দুঃখী অবশ্য হইতে হইবে, ইহা কে স্বীকার না করিবেন; সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি। সংসর্গানুসারে গুণ ও দোষ জন্মে। এস্থলে অপর বিদ্যা শিক্ষার্থে যে সংসর্গ আশ্রয় করিতে হয় তাহারা শ্রাদ্ধতত্ত্বাদি বা শান্তিরসে অনভিজ্ঞ সুতরাং ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার্থী শান্তিরস দূরে থাকুক পিতৃ শ্রাদ্ধাদিকেও পরিত্যাগ করে, তদ্ধেতু পিতৃগণকে কি হিন্দু শাস্ত্রমতে চির দুঃখের বাধা আছে, কে না জানেন মৃতব্যক্তি পিণ্ডলাভ না করিলে ছিন্নদেহী হইয়া কেবল দুঃখ সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া যার পর নাই কঠোর যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে। অতএব অবশ্য স্বীকার্য্য বেদাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ স্বয়ং মলিন ও পিতৃলোককেও মলিন করেন, তাহাতেই বলি আধুনিক নাম লুব্ধ ব্যক্তি ভিন্ন বিদ্যা বা ভিন্ন পুস্তকের বহু বহু সাহায্য করুক, কিন্তু জ্ঞানদীপিকা বিজ্ঞাপন হইতে শেষ পর্য্যন্ত যদি বেদার্থ প্রকাশক হন, তবে ধার্ম্মিক ব্যক্তি এতদর্থে যথোচিত সাহায্য কেন না করিবেন। যেহেতু উপর্য্যুক্ত মতে সর্ব্বাপেক্ষা বেদ দানই শ্রেষ্ঠ হইল।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন লোকহিতার্থে যারপরনাই কষ্টসাধ্য অর্থ আহরণপূর্ব্বক জ্ঞানদীপিকা মুদ্রিত করত বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায় কিন্তু যেমন কোকিলের কুহু ধ্বনি শীলসম্পন্ন জনে শ্রবণে শ্রবণ করতঃ হৃষ্টচিত্তে মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার ঐ ধ্বনি ব্যাধ শ্রুত হইয়া কোকিলের সংহারার্থে শর নিক্ষেপ করিতে দৃঢ়মনা হয়। তদ্রূপ জ্ঞানদীপিকার

গ্রাহক ব্যক্তিকেও দেখা যায় অর্থাৎ অনেকানেক মহানু ব্যক্তি দীপিকা গ্রহণ করত এতদর্থে সাহায্য দানে মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, আবার অনেকে দোষারোপ করিতে তিলার্দ্ধও বিরত নহেন, এ আশ্চর্য্য নহে যেহেতু মহাজন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা—

গুণাদোষায়ন্তে সুজন বদনে দুর্জ্জন মুখে।
গুণায়ন্তে দোষা দুর্জ্জন বদনে সুজন মুখে॥

যথা জীমুতোয়ং লবণ জলধের্বারি মধুরং।
ফণিপিত্বাক্ষিরং বমতি গরলং দুঃসহতরং॥

সুজন এবং দুর্জ্জনের স্বভাব নির্ব্বাচন করিতেছেন। যেমন ইন্দ্র লবণ সমুদ্রের বারি আহরণ করত সুবিমল জল বর্ষণ করেন তদ্রূপ সুজন সন্নিধানে মহৎ দোষও মহৎ গুণ রূপে পরিণত হয় যেমন সিধু বাবুর টপ্পা হইতে সাধু লোকে মহৎ অর্থ গ্রহণ করেন এবং দুর্জ্জনের স্বভাবতই স্বভাব মহানু গুণকে উদ্ঘাটন করত কেবল দোষ কীর্ত্তনে রত যেমন সর্প পান করে ক্ষির বমন করে গরল। যাহা হউক বক্তব্য এই যে পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। দীপিকা সুবোধক অভ্রান্ততত্ত্ব প্রকাশ করিবেন তদর্থে সন্দিগ্ধ ব্যক্তি লিপি দ্বারা বা স্বয়ং তর্ক উপস্থিত করিলে সাধ্যানুসারে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে ত্রুটি করিব না। এতদ্‌সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সন্দেহ বিষয়ে প্রশ্ন অথবা মৎসমীপে বিচার না করিয়া কেবল দোষারোপে স্থিত এবং যেব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বা ভিন্ন বিদ্যার্থীর কিম্বা বড় লোকের নিকটস্থ প্রস্তুত হইলেই বিপুল ধনদানে রত অথচ সদ্ব্যয়ে বিরত তাহাদিগকে দীপিকা দানে এ পক্ষের ব্যবস্থা নহে যেহেতু সিংহ জঠরানলে দগ্ধ হইলেও হস্তির মস্তিক ব্যতীত কথনই মুষিকের মাংস বা তৎসহ সৌহার্দ্দ করে না। অতএব এবম্ভুতের নিকট যদি [illegible] এবারে দীপিকা প্রেরণ হয় ফেরত পাঠাইয়া বাধ্য করিবেন। [illegible] কিমধিকমিতি।

শ্রীকালিচন্দ্র লাহিড়ী।

জ্ঞানদীপিকা।

পাঠ্য বিষয়।

পাঠ্য বিষয় আদ্যোপান্ত পাঠে বিরত হইয়া কিয়দংশ দৃষ্টে তত্ত্বাবধারণ করিলে মহদ্দোষের অঙ্কুর সঞ্চারিত হয়। তাহার নিদর্শন চিকিৎসা শাস্ত্রে। অর্থাৎ কোন চিকিৎসক স্থানান্তর গমনে উদ্যতমনা হইয়া কৃতবিদ্য আপন পুত্রকে কহিলেন, চিকিৎসার্থে আগত রোগীকে চিকিৎসা করিবা। এই বাক্যে চিকিৎসকের প্রস্থান এবং নেত্র রোগগ্রস্ত এক রোগী আগত তদ্দৃষ্টে চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসার্থে পুস্তকোদ্ঘাটন পূর্ব্বক নেত্ররোগ বিষয়ক এক শ্লোক দৃষ্ট করিলেন। যথা ;—

নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কোটিদহেৎ।

অর্থাৎ নেত্ররোগ সমুপস্থিত হইলে কর্ণচ্ছেদন করতঃ কোটি দগ্ধ করিবে। চিকিৎসক পুত্র ঐ কিয়দংশ দৃষ্টে রোগীর কর্ণদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক কোটিদেশ দগ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে তৎপিতা আগত হইয়া রোগী দৃষ্টে বলিলেন পুত্র এমত অসঙ্গত করিয়াছ। পুত্র কহিলেন এই গ্রন্থ দেখুন শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসা করিয়াছি। তখন বৈদ্যরাজ বলিতেছেন; একমাত্র বচন দৃষ্টে ব্যবস্থা করা অকর্ত্তব্য। ঐ গ্রন্থ

আদ্যোপান্ত দেখ উহা অশ্বের চিকিৎসা। অতএব তাহাতেই বলি সম্যক্ গ্রন্থ না দেখিয়া তত্ত্ব ধার্য্য করিতে হইলে চিকিৎসক পুত্রের ন্যায় অবসাদগ্রস্ত হইতে হয়। স্মৃতি-শাস্ত্রে উক্ত। বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদামাময়ং প্রহরিষ্যতি। অর্থাৎ সমগ্র না দেখিয়া কিঞ্চিৎ দৃষ্টে বেদ বিহিত তত্ত্বরক্ষা হইতে বেদপ্রহারপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অর্থাৎ আমি নষ্ট হইব জ্ঞানে ভীত হয়েন। এতদ্দ্বারা পাঠকগণ ধারণা করুন কি জ্ঞানদীপিকা কি অন্যান্য গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া দোষ গুণ নির্ব্বাচন করা অকর্ত্তব্য।

উপদেশ বিষয়।

অবিদ্বানকে উপদেশ করা অকর্ত্তব্য ইহা নীতিশাস্ত্রে কথিত। যথা ;—

বিদ্বানে বোপদিষ্টব্যা ন বিদ্যাংস কদাচন।
বানরানুপদৃষ্টায় স্থানভ্রংস যজুঃখগা॥

বিদ্বান ব্যক্তিকে উপদেশ দিবে, বিদ্যাপরিশূন্যকে উপ-দেশ দেওয়া বিধেয় নহে। কারণ বানরদিগকে উপদেশ প্রদান করত পক্ষীগণ স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছিল। ইহার গল্প যথা ;—

মেঘ বর্ষণে অনেক বানর শীতার্ত্ত হইয়া কম্পান্বিত দৃষ্টে সকরুণ [illegible]দেশার্থে কোন পক্ষী বলিল, আমরা সামান্য চঞ্চু দ্বারা তৃণ আহরণ করতঃ বাসা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শীত বাত বর্ষা সময়েও পরম সুখে কালক্ষেপণ করিয়া থাকি। পরমে-শ্বর তোমাদিগকে হস্ত পদাদি দিয়াছেন সুতরাং তোমরা

স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করায়। পুনশ্চ, অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ পাঠ আছে।

যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

যাঁহাকে অপ্রাপ্ত হইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়েন এবম্ভূত ব্রহ্মানন্দকে জানিয়া বিদ্বান ব্যক্তি কাহাহইতেই ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। অতএব ঐ শ্রুতির অগ্র পশ্চাৎ নিরীক্ষণ করিলেই ঈক্ষণ হইবে জগদীশ্বর অপ্রাপ্য নহে। বরং বিদ্বান জনে তাহাকে লাভ করত নির্ভয়তা লভ্য করেন। মহাশয়! যাহা লভ্যসম্ভবেনা তাহাতেকি সুধীব্যক্তি প্রয়াশিত হয়। এস্থলে যখন মহাধীসম্পন্ন কত কত মহাতেজা পরম যত্নসহকারে সেই পরমেষ্ঠিকে লাভার্থে যার পর নাই কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যা করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপিও করিতেছে ও শত শত শাস্ত্রে কত কত উপায় বলিয়াছেন এমন স্থলেও কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য এমন বক্তব্য উচিত। আর এই কুতর্ককারীকে উপদেশ করি বেদাদি বা দর্শন শাস্ত্রাদির মূলচ্ছেদের মূলীভূত কারণ উপর্য্যুক্ত অর্থ এবং সমূহ লোককে অন্ধকূপে নিপতিত করিবার অদ্বিতীয় দ্বার। অতএব এমন অমঙ্গল জনক উক্তি হইতে নিরুক্তি হওয়া বিধেয়। যেহেতু ঋগ্বেদ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীবচক্ষুরাততং।

ইহার তাৎপর্য্যে ব্যক্তব্য এই যে, সেই পরম পদ সুরি ব্যক্তি দর্শন করেন কেবল অস্মদ্বিধ ব্যক্তিগণে জানিতে বা

দেখিতে অসমর্থ, অপিচ যজুর্ব্বেদ। পশ্যন্তিধীরা সুমনস-থাচ। সেই ব্রহ্মকে ধীরেরা দৃষ্টি করত মনের দ্বারা মনন বাক্যের দ্বারা গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পুনশ্চ সামবেদ জাবল শ্রুতি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তৈত্তিরিয়শ্রুতি। ওঁ ব্রহ্ম বিদাপ্নোতিপরং। অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অথর্ব্ববেদ মহাবাক্যশ্রুতি। সযোহবৈতৎ পরমং ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি। যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্ম হয়। অতএব ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞানের দ্বারা চক্ষের দ্বারা অপ্রাপ্য। মহাশয়! আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট গমন করিতে বা দর্শন করিতে অসমর্থ তাহাতেই কি গবর্ণমেণ্ট অপ্রাপ্য ফলিতার্থ সমস্ত শাস্ত্রেই বলেন সেই জগৎপিতা ভক্তি দ্বারা নিকটাবর্ত্তী ও ভক্তিহীনের দূরবর্ত্তী হয়েন। এবং ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই যেহেতু বেদান্তদর্শনে। যথা,—

শাস্ত্রং দৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ।

এই সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য যথা।—ইন্দ্রোনাম দেবতাত্মা স্বমাত্মানং পরমাত্মত্বেনাহমেবপরং ব্রহ্মেত্যার্ষেণ দর্শনেন যথা শাস্ত্রং পশ্যন্নুপদিশতি মমামেব বিজানীহীতি। যথা তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি [illegible]বং।

[illegible] নামক দেবতা যথা শাস্ত্রানুসারে পরমার্থ দর্শন করত স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মারসহিত অভিন্ন বোধে আমা-[illegible]ই জান বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যেমন বামদেব ঋষি

চেষ্টা করিলে আমাদের অপেক্ষা শত-গুণে উৎকৃষ্ট আবাস নির্ম্মাণ করিয়া চিরসুখে থাকিতে পার। এস্থলে এরূপ উপায় স্বত্বেও কেন এতাদৃশ ক্লেশভোগ কর। বানরগণ বলিল তোমরা আপন আবাসে সুখে অবস্থিতি করতঃবিদ্রূপ করিতেছ রাষ্টির উপশম হইলে ইহার প্রতিফল দিব। অনন্তর বানরেরা পক্ষির আবাসে গিয়া বাসা ভাঙ্গিল ও ডিম্ব এবং শাবকগণকে নষ্ট করিল। অতএবপি। উপদেশোহি মুর্খানাং প্রকোপায়ন শান্তয়ে। মুর্খের উপদেশ শান্তির কারণ না হইয়া কেবল প্রকোপেরউৎপত্তি হয় এবং নিজেরও কষ্টমাত্র সার ইহা কে জ্ঞাত নহে। সুখ সারি প্রভৃতিই উপদেশানুসারে অহরহ রাম রাম বলিয়া থাকে কিন্তু পেঁচা সে সব কথনই শ্রবণে স্থানদান না করিয়া কেবল প্যাচ্‌প্যাচ্‌ রবে ব্যস্ত করে। তাহাতেই নীতিশাস্ত্র বলেন অজ্ঞকে উপদেশ প্রদান অকর্ত্তব্য।

গৃহে আস্থা অকর্ত্তব্য।

এক সন্ন্যাসী কোন রাজসদনে গমন করত বলিল এ চটী-ক্বাব তখন রাজ-পারিষদ কহিল এ মুর্খটাকে রাজবাটী লক্ষ করিয়াও চটী বলে তখন সন্ন্যাসী মহাশয়ে এ বাটীতে পূর্ব্বে কে বাস করিত। পারিষদ রাজার পিতা সন্ন্যাসী তাহার পূর্ব্বে কে পারিষদ, রাজার পিতামহ তখন সন্ন্যাসী বলিতেছেন যেস্থলে বাসের স্থিরতর নাই এক আসে এক যায় তাহাকে চটী ভিন্ন কি বলে মহাশয় স্থিরচিত্তে উপেক্ষা করুন কলীতার্থে গৃহ চটী প্রায়।

ব্রহ্ম অপ্রাপ্য নহে।

যেমন দিগভ্রমে ভ্রমণ করত ক্লেশপ্রাপ্ত হয়, যেমন কণ্ঠে স্থিত অভরণ বিস্মরণ হইয়া স্থানে স্থানে অনুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়া কষ্টমাত্র লাভ হয়, যেমন স্বগৃহে পয়োপরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষার্থে অটন করে তদ্রূপ স্বীয় হৃদয় স্থিত জগদীশ্বর [illegible] অপ্রাপ্য বিবেচনায় দুর্জ্জয় মায়াপথের পথিকে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কঠোর জঠোর যন্ত্রণাভোগ করে। কি আশ্চর্য্য! যেমন এক স্তনে বালক হইতে ক্ষীর ও জলৌকা হইতে রুধির নির্গত হয়, তেমন এক বেদ হইতে সাধুজনের পরমানন্দ ও জ্ঞানহীনের অন্ধকূপলাভ হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। ইত্যাদি শ্রুতির কিয়দংশ দৃষ্টে শাস্ত্রবক্তা হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলেন, পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ জানিবার উপায় রহিত এমন কি কেহই তাঁহাকে জানিতে বা দেখিতে পারেন না। এস্থলে এই অনর্থ অর্থকারীকে প্রশ্ন করি। বিভেত্যল্পা শ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি। ইত্যাদি শাস্ত্রার্থ কি জ্ঞাত নহেন। আরযদি জ্ঞাতথাকেন তবেকিজন্যই বা কিঞ্চিৎমাত্র শ্রুতহইয়া শ্রুতি বক্তা হইয়া বসেন ঐ শ্রুতির আদ্যন্ত ঈক্ষণ করুন;

যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
স্বাধনা দনলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতিতদ্ধ্রুবং॥

যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হয়, সেই নির্ম্মল জ্ঞান সাধন বলে স্বয়ং প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যেরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে স্বভাবতঃ স্ফুলিঙ্গ নিস্সৃত হয় তদ্রূপ সাধনের স্বভাবই এই, সেই জ্ঞান,

কিঞ্চিৎ। শ্রুত্যার্থে তদ্ব্যতীত কিছুই না থাকিল এস্থলে বক্তাই বা কে বক্তব্যই বা কি আছে? সুতরাং বাচনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। অর্থাৎ বক্তা থাকিলে ত বলিবে? মন থাকিলে ত চিন্তা করিবে? এ বিধায় মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রান্তরেও জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথাজ্ঞাতা তৃতীয় নাস্তিবাস্তবং। অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিবিধ যদি না থাকিল এবং নেতি নেতি পূর্ব্বক একমাত্র আত্মাই অবশেষ থাকিল এস্থলে কে কার কি বলিবে মনের দ্বারা কি পাইবে, সুতরাং অপ্রাপ্য মনসাসহ। পুনশ্চ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি। কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নস্যেৎ জলং কথক রেণুবৎ। যেমন, কথক ফল জলের মৈলা নাশ করত আপনিও নাশ হয়, তন্যায় জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা সমস্তই নাশ পায়। অতএব জ্ঞান নাশ হইলে কি জানিবে কি বলিবে, মন কোথায় থাকিল যে পাইবে। সুতরাং যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

হে মহোদয়! এরূপ অর্থ ধারণা করিতে যদি অসমর্থ হন তদর্থে অপ্রাপ্য মনসাসহ বাক্যের দ্বিতীয় ভাব বলি। যথা,—টেলিগ্রাফ রেলওয়ে বেলুনে গমন সমুদ্র সন্তরণ প্রভৃতি কৌশলচিন্তা করিতেযেমন আমাদিগেরবাক্যরোধ মন অবসন্ন হয়, তদ্রূপ সেই জগৎপিতার স্বরূপ বা তাহার কৃত কার্য্য বাক্য মনের অগোচর কারণ কি বেদ কি সমস্ত লোক নির্ণয় করিয়াছেন। মনুষ্য হইতে মনুষ্য, গাভী হইতে গাভী উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ কোথা হইতে সে সমস্ত পুনর্ব্বার উৎপত্তি

করিয়াছিলেন। তাহা বাক্য মনের অগোচর, বেদপ্রণীত নিয়মের বহির্ভূত সুতরাং এরূপ অঘটন ঘটকের স্বরূপ বা গুণ কথনে চকিত মপিধর্ত্তে শ্রুতিরপি।

মহাশয়! বেদ যথার্থ নির্ণয় করেন, শরীরে রক্ত মজ্জা মাংস ত্বক মাত্র আছে। কিন্তু অর্জ্জুন শ্রীনাথের শরীরে এই বিশ্ব অবলোকন করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার গুণ অবাং মনসো গোচর। সুতরাং চকিত মবিধর্ত্তে শ্রুতিরপি সুতরাং যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। সুতরাং জস্যান্তং ন বিদু সুরাসুর গনান্ দেবায় তস্মৈনমঃ।

মহাশয়! শ্রুত হইয়াছি কোন দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থে ভগবান অনেক ঐশ্বর্য্য পথি মধ্যে রাখিলেন। দরিদ্র সেই স্থানের নিকটাবর্ত্তী হইয়া অন্ধ কিরূপে গমন করে চিন্তাকরতঃ মুদ্রিত চক্ষে ঐ ঐশ্বর্য্য উলঙ্ঘন পূর্ব্বক গমন করিল। তাহাতেই বলি যেরূপ দুর্ভাগা লোকের সম্পত্তি দান করিলে তাহা লভ্য দূরে থাকুক ঈক্ষণ করিতেও বঞ্চিত হয়। তদ্রূপ বহু শাস্ত্রে পরমেশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় সত্বেও দুর্ভাগ্য বশতঃ অপ্রাপ্য জ্ঞানে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। কি আশ্চর্য্য! বিদুরথ রাজাকে লীলা সরস্বতী উপদেশ করিয়াছেন;—

যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্রবৈ।
তদেব মেবরাজংস্ত্বং লীলার্থ মুপবর্ণিতে॥

যে যে স্থানে যে প্রকারে যে বস্তু প্রকাশ পায়, সেই সেই স্থানে সেই প্রকারে বিজ্ঞানাত্মা ব্রহ্ম তদ্রূপে স্থিত জানিবে। হে রাজন্! সেই ব্রহ্ম লীলার বৃত্তান্ত এই তোমার নিকট স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—

পারব্রহ্মকে জানিয়া বলিয়াছিলেন আমি মনু আমি সূর্য্য ইত্যাদি।

অতএব এই বেদান্ত বাক্যে নিশ্চয় হইতেছে ইন্দ্রাদি দেবগণে বামদেব প্রভৃতি মহর্ষি জনে ব্রহ্মবেত্তা হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্যদপি।

তদ্‌যোযোদেবানাং প্রতিবুধ্যতে সএব তদ্‌ভবেদিতি।

এই শ্রুত্যার্থযথা। যে সেই পরম দেবতাকে জানেন, তিনি তাহাই হয়েন। কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বং খমস্থিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে নিশ্চয় ধার্য্য হইতেছে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত পদার্থ নাই তিনি আমাদিগের হৃদয় কুহরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমানএবং প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য সত্যপ্রতিয়-মান করণার্থে স্তম্ভ হইতে নৃসিংহরূপে অবতীর্ণও হইয়াছেন, তত্রাচ তিনি অপ্রাপ্য জ্ঞানে আপন ধনে বঞ্চিত থাকিয়া কুতর্করূপ কূপে নিমগ্ন থাকা কম আক্ষেপের বিষয় নহে।

যদি বল যতোবাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। চকিত মবিধত্তে শ্রুতিরপি। অবাং মনস গোচর। ইত্যাদি বাক্যের অর্থ কিরূপে রক্ষা পায় তদর্থে বলি কিয়দংশ দৃষ্টে অর্থাব-ধারণ অকর্ত্তব্য। বিশেষ মহাজন কর্ত্তৃক গীয়মান হইয়াছে যেরূপ মক্ষিকা উত্তম ত্যাগ করত কুস্থানে রমণ করে, তদ্বৎ অধম লোকে সদর্থ স্থলেও কদর্থ গ্রহণ করে। অতএব উপর্যুক্ত কিয়দংশের অর্থ ধার্য্য করিতে হইলেও সদর্থ হইতে পারে। এস্থলে সমস্ত লোকের ভ্রমজনক এবং পর-মার্থ হইতে ভ্রষ্টকর অর্থ অবধারণ অবিধেয়। যদি বল

কি সদর্থ তদর্থে বলি। বেদার্থ বোধগম্য করিবার উপায় যাহা মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে ;—

পিতৃদেব মনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং।
অশক্যঞ্চা প্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥

ইহার টীকা। অপ্রমেয়ঞ্চ মীমাংসাদিন্যায় নিরপেক্ষ তয়া অনবগম্যমান প্রমেয়মেবং ব্যবস্থা ইত্যাদি। পিতৃদেব মনুষ্যদিগের সদসৎ জ্ঞাপনার্থে সনাতন বেদই হইয়াছে। চক্ষুস্বরূপ সেই অপৌরুষিক বেদের সারার্থ ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহার্য্য ব্যতীত জানা যায় না। শাস্ত্রান্তরে,

ইতিহাসপুরাণাভ্যাংর্বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্প শ্রুতাৎ বেদোমাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥

ইতিহাস পুরণাদি দ্বারা বেদার্থ বর্দ্ধন করিবে যে হেতু অল্প শ্রুত অর্থকারী হইতে বেদপ্রহার প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ নষ্ট হইব জ্ঞানে ভীত হইয়া থাকেন ;

অতএব ইহার তাৎপর্য্য ধার্য্য হইল বেদের প্রমেয় ভাগ জ্ঞাপনার্থে অন্য শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। এজন্য যতবাচ নিবর্ত্তন্তে। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ ধার্য্যার্থে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সাহায্য লইলাম। যথা ;—

তৈলধারা মিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টা নিনাদবৎ।
অবাচ্য প্রণবব্যজ্ঞ যস্তং বেদ সবেদবিৎ ॥

যিনি প্রণব দ্বারা লক্ষ হয়েন এমন অনির্ব্বাচ্য ব্রহ্মকে যে তৈলধারা এবং দীর্ঘ ঘণ্টার শব্দের ন্যায় বিচ্ছেদ রহিত জানেন তিনিই বেদবিৎ। অতএব সেই পরাৎপর যদি বিচ্ছেদ রহিত অদ্বিতীয়-পূর্ণ হইলেন এবং নেহনা নাস্তি

যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র পরং পদং।
তত্র তত্র পরংব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতং॥

যে যে স্থানেই মন যায় সেই স্থানেই পরমপদ পরংব্রহ্ম যে হেতু তিনি সর্ব্বত্র সমরূপে অবস্থিতি করেন। এতদ্দ্বারা বক্তব্য এই যে, যে স্থানেই যে ভাবে যে বস্তু লক্ষিত হয় সে সমস্তই সেই পরাৎপর পরংব্রহ্ম এমত স্থলে অপ্রাপ্য জ্ঞানে কেন পরমধন হইতে বঞ্চিত হও। শাস্ত্রে,—

ভিদ্যতে হৃধয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তেচাস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাৎপর ব্রহ্ম দৃষ্ট গোচর হইলে হৃধয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং সমস্ত সংশয় বিনাশ পায় ও প্রালব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব এতদ্দ্বারা ধার্য্য করুন কদাচ সেই পরব্রহ্ম অপ্রাপ্য নহে কেবল এই মাত্র স্বীকার্য্য অস্মাদির অশুভ কর্ম্মাচারি জনে তাহাকে জানিতে বা দেখিতে অবশ্য অনধিকারি।

ভগবদ্গীতায়।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নিঃ ব্রহ্মনাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা॥

ব্রহ্মবাদিদিগের মত ভগবান্ প্রকাশ করিতেছেন যথা— ব্রহ্মই অর্পণ ব্রহ্মই হবি ব্রহ্মই অগ্নি ব্রহ্মই বাউ ব্রহ্মই গমনাগমন করেন। অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম ব্রহ্মবাদিরা এইরূপ জ্ঞানে, কর্ম্ম সমাধা করেন। অতএব ব্রহ্মই সমস্ত ইহা না বলিয়া কোন বিচারে অপ্রাপ্য বলাযাইতে পারে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে।

জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপোজ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময় ।
বিজ্ঞাতাশয়মেবাত্মা যোজানাতি সআত্মবিৎ ॥

আত্মজ্ঞানির লক্ষণ নির্ব্বচন করিতেছেন। যে শরীরাব-চ্ছিন্ন আত্মাকেই জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা বলিয়া জানেন তিনিই আত্মবিৎ। অধুনা সমাধির লক্ষণ প্রণিধান করুন।

ঊর্দ্ধ পূর্ণ মধঃ পূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্বং সুর্ণং স আত্মেতি সমাধি স্তস্যলক্ষণং ॥

যে ঊর্দ্ধ অধো মধ্য সর্ব্বত্র পূর্ণ রহিয়াছেন অর্থাৎ সর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি ও সমস্ত ভূতের অন্তর বাহ্যে পরিপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করেন তিনিই আত্মা যে এরূপ আত্মাকে জানেন তিনিই সমাধিযুক্ত। অতএব বক্তব্য এই যে কি ব্রহ্মবাদি কি আত্মজ্ঞানি কি সমাধিযুক্ত সমস্ত মহানুগণেই যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দেখেন তখন অপ্রাপ্য মনসাসহ ইত্যাদি বাক্যের বিপ-রীত অর্থও কি প্রাজ্ঞের শ্রতব্য হইতে পারে। আরও বলি, সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মন। সর্ব্ব ভূতেই যে ভগবানকে দেখে। তেষু ভাগবতত্তম। সেই ভাগবৎ মধ্যে উত্তম অতএব সর্ব্বত্র জগদীশ্বর না দেখিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম না বলিয়া অপ্রাপ্য মনসা রবে কেন পরম ধনে বঞ্চিত হও সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র সমরূপে প্রহ্লাদের ইত্যাদি বাক্য হিরণ্য কশ্যপ পরীক্ষা করায় স্তম্ভ হইতে কি নৃসিংহদেব প্রকাশ হন নাই। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্য গো আদি না থাকা না দেখা অন্ধের নিকট শ্রুত হইয়া কি প্রাজ্ঞের তাহাই বিশ্বাস উচিত হয়?

যস্যাবতার চরিতানি বিরিঞ্চী লোকে।
গায়ন্তি নারদ সুখাভব পদ্মযাদ্যা ॥

স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁহার অবতার এবং চরিত্র সর্ব্বত্র কির্ত্তন করেন যাঁর গুণ মহাদেব এবং শুক নারদাদি অহরহ গান করেন তিনি অপ্রপ্য কিরূপে সাব্যস্ত হয় যে বাক্যের অগোচর তাহার কি বাক্যের দ্বারা বর্ণন সম্ভবে? যে মনের অগোচর সে কি ধ্যানে লব্ধ হইতে পারে। ফলীতার্থ যে রূপ বৈদ্য কর্ত্তৃক ঔষধার্থে গোক্ষুরা সংগ্রহের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞ লোকে গোরুর ক্ষুর ছেদন করিয়াছিল তন্যায় ভ্রান্ত পুরুষ কর্ত্তৃক ভাবাতীত গুণাতীত বাচাতীত শব্দের বিপরীত অর্থ হইয়া কি ধ্যান কি মনন কি উপাসনা সমস্ত বিষয়ের মুলোৎপাটনের মুলীভুত কারণ হইয়াছে। কিন্তু হেশঙ্কন শাস্ত্রে। যামতি স্বাগতি র্ভবেৎ। যাহার যেমত মতি তাহার তদ্রূপ গতি হইবেই হইবে এ বিধায় যে সেই পরমাত্মাকে অপ্রাপ্য জানিবে সে কখনই প্রাপ্ত হইবে না অতএব কুশলাকাঙ্ক্ষ জনগণের এমত প্রমাদ জনক নিশ্চয় সর্ব্বতোভাবে তেজ্য বিধেয়।

সাকার সম্পাদন ও নিরাকারের উপাসনা খণ্ডন।

যেমন আমাবশ্যা তিথি যোগে চন্দ্রের অবিদ্যমানতা হেতু নিবিড়ান্ধকারাকারে কেবল খোদ্যতিকার প্রাদুর্ভাব দর্শন হয় তদ্রূপ এই ঘোর তমাচ্ছন্ন কলিযুগে সুধি ব্যক্তি বিরল হইয়া কেবল অজ্ঞানিচয়ের প্রবলতা লক্ষিত হয়। যেমন উদ্যানে কণ্টকাবৃত বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুফল সুগন্ধিকে

অবরোধ করে তদ্রূপ অধুনা অধম সমূহ সমাবৃত হইয়া সুজ্ঞান সুপথকে সম্যক্ প্রকারে উচ্ছন্ন করিতেছে: এ আশ্চর্য্য নহে যে হেতু শাস্ত্রে।

জলৌঘৈর্নিমভিদ্যন্ত সেতবোবর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈ র্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥

যেরূপ ঈশ্বর কর্ত্তৃক বর্ষণে জল সমূহ দ্বারা সেতু ভঙ্গ হয় সেইরূপ কলিযুগে পাষণ্ড কর্ত্তৃক অসদ্বাদ দ্বারা বেদমার্গ বিচ্ছিন্ন হইবে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে জগদীশ্বর অপ্রাপ্য রবে তৎ প্রয়াসে উদ্যম উচ্ছন্ন দিতেছে আব্বার অনেকানেক জনে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া বসেন, স্বাকার পরমেশ্বর নহে, স্বাকার উপাসনা কখনই মোক্ষ প্রাপক নহে। এইরূপ অসদ্বাদ দ্বারা বহু বহু লোককে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে এ বিধায় মুমূক্ষু গণের প্রতিবোধার্থে এই বলি যেরূপ এক ঘৃত সময়ে কাঠিন্য সময়ে তরল হয়। ফলিতার্থ উভয় অবস্থাই এক ঘৃত সংখ্যা ভিন্ন অন্য হইতে পারে না তদ্বৎ নিরাকার ও স্বাকার অভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নহে যে হেতু শাস্ত্রে।

আশ্রয় চেতসো বিষ্ণু দ্বিধা তত্র স্বভাবতঃ।
ভূপমূর্ত্ত মমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চ পরমেবচ ॥

হে ভূপ! সেই বিষ্ণুই আশ্রয়। যিনি স্বভাবতঃ দ্বিধা রূপে কথিত অর্থাৎ মূর্ত্তিমান ও অমূর্ত্ত অর্থাৎ আকার বিশিষ্ট হন। নিরাকারও বটেন এবং পর সংখ্যাও তিনি অপর সংখ্যাও তিনি। পরন্তু বেদান্ত সূত্র যথা।

বিকার বর্জ্জিত তথাহি স্থিতি মাহ।

ইহার শঙ্কর ভাষ্য যথা। বিকারাবর্ত্ত্যপিচ নিত্য মুক্তং পারমেশ্বর রূপং ন কেবলং বিকার মাত্র গোচরং স্ববিতু মণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানং তথাহ্যস্য দ্বিবিধ রূপাং স্থিতি মাহাম্মাঞ্চ ভাবনস্য মহিমা। ন চ তন্নির্ব্বিকাররূপমিতরালম্বনাঃ প্রাপ্নু-বন্তীতি শক্যং বক্তুং। অথশ্চ যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে নির্গুণং রূপ মনবাপ্য সগুণ এবাবতিষ্ঠতে। এবং সগু-নেপি নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্য বনবাপ্য সাবগ্রহ এবাবতিষ্ঠতে ইতি দ্রষ্টব্যং॥

পরমেশ্বরের রূপ সৃষ্ট্যাদি বিকারে লিপ্ত নহেন সূর্য্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নিত্যমুক্ত পরমেশ্বরের রূপ কেবল সগুণ এমত নহে নির্ব্বিকারি নিরীহ নির্গুণও বটেন, এতাবতা তাঁহার মহিমা তিনি শরিরী অশরিরী দুই রূপেই অবস্থিতি করেন। কিন্তু অতর্কনীয় প্রযুক্ত কোন অবলম্বন দ্বারা তাঁহার নির্গুণ রূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব নির্গুণ রূপ অপ্রাপ্য বিধায় সগুণ রূপের অবলম্বন করতঃ উপাসনা করিবে এবং সেই সগুণ রূপও যদি ভাবনা দ্বারা স্থৈর্য্য না হয় তবে সারগ্রহ অর্থাৎ প্রতিমাদি সন্নিধানে বাহ্য দৃষ্টি দ্বারা মনের স্থির নিমিত্তে উপাসনা করিবে। অতএব বেদান্ত সূত্র ও শঙ্কর ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট রাষ্ট হইতেছে, সাকার নিরাকার উভয় রূপেই পরমেশ্বর অপিচ নিরাকার উপাসনা উপেক্ষা করতঃ সাকার উপাসনার কর্ত্তব্যতা দর্শাইলেন। পুনশ্চ বেদান্ত সূত্র।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ।

অভিধ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম অপনা হইতে অনেক হইবার

সংকল্প করিলেন। এবং অন্য শ্রুতিতেও লক্ষিত হইতেছে যথা। অহং বহুস্যাং প্রজা য়ে য়েতি। অর্থাৎ আমি অনেক হইব এই সংকল্পে বহুরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। পুনশ্চ বেদান্ত সূত্র।

আত্মকতেঃ পরিণামাৎ।

সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্ম স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি অনেক রূপ ধারণা করেন। যথা শ্রুতি।

জীবাৎ পরাসৌ ভুবনত্রয়াদিস্তেকঃপরাত্মারজআদি যুক্তঃ।
ত্রিবর্ণ রূপোপি শরীরহীনো ভক্তেষ্টসিদ্ধার্থমুপৈতিদেহং॥

যিনি জীব হইতে ভিন্ন এবং ভুবনত্রয়ের আদি এবং এক ও রজঃ সত্ত্ব তম এই ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট এবং অকার উকার মকার এতৎ বর্ণত্রয় স্বরূপ ও অশরিরী হইয়াও ভক্তের ইষ্ট সিদ্ধ্যার্থ শরীর স্বীকার করেন তিনি পরমাত্মা। পরঞ্চ।

গুণাতীতোপি ত্রিগুণ সচীব ত্র্যক্ষরময় স্ত্রিমূর্ত্তি
যঃ স্বর্গস্থিতি বিলয় কর্ম্মাণিতন্মুতে কৃপাপারাবার
পারম গতিরেক স্ত্রিজগতাং।

যিনি গুণাতীত এবং রজ আদি গুণত্রয়ের সহায় এবং ত্র্যক্ষরময় অর্থাৎ অকার উকার মকার বর্ণত্রয় স্বরূপ এবং যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি মূর্ত্তিত্রয় অঙ্গীকার পূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন এবং কৃপার সাগর এবং যিনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিলোকের পরমগতি তিনিই ব্রহ্ম। পুনশ্চ যমদগ্নি বাক্য।

চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

যিনি চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত এক মাত্র এবং নিষ্কল অর্থাৎ কলাশূন্য পূর্ণ এবং অশরীরি অর্থাৎ শরীর রহিত নিরাকার যে ব্রহ্ম, তিনি উপাসক ব্যক্তিগণের কার্য্য সিদ্ধার্থ কল্পনাপূর্ব্বক সাকার রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। অতএব সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরম পুরুষ সাকাররূপে উৎপন্ন হওয়া স্পষ্ট প্রদর্শিত হইল। অন্যচ্চ।

ব্রহ্মাদি দেহৈরনিসং পরাত্মা সৃষ্টি স্থিতীসংহৃতি
মাতনোতি শৈবোথশক্তো হরিভক্তি যুক্তোধ্যায়েৎ
সদা যং প্রলয়াদিহিনং॥

যে ব্রহ্মাদি শরীর ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কর্ম্মাচরণ করেন এবং যাহাকে শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি নিরন্তর ধ্যান করেন তিনি পরমাত্মা॥ ভগবদ্গীতা।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মাভূতানা মিশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। আমি জন্ম মৃত্যু ও পুণ্য পাপ রহিৎ হইয়াও আপন মায়া বশতঃ স্বীয় স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান বল পরাক্রমাদির সহিত ইচ্ছাধীন শরীর ধারণ করি। অন্যদপি।

যদাযদাহি ধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

হে ভরতবংশ! যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধ-

র্ম্মের আধিক্য হয় সেই সেই কালে আপনি আপন শরীর সৃষ্টি করি। পুনশ্চ চণ্ডীতে ব্যক্ত সুরথ রাজা প্রশ্ন করিয়াছিলেন যৎকর্ত্তৃক এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে। যিনি নিয়ন্তা তাঁহার স্বভাব এবং স্বরূপ আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার উত্তর মেধস করিয়াছিলেন। যথা—

নিত্যৈবসা জগন্মূর্ত্তি স্তয়াসর্ব্বমিদং ততং।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি বহুধাশ্রুয়তাং মম॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধর্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপভিধীয়তে॥

সেই মহাবিদ্যা নিত্যা অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু রহিত স্বভাব এবং জগতের আদি কারণ এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি এবং তাঁহা হইতে এই সংশয় বিস্তৃত হইয়াছে যদিও তাঁহার উৎপত্তি নাই তত্রাপিও সেই জগদীশ্বরীর নানাপ্রকারে উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ কর। সেই ভগবতী জন্ম মৃত্যু রহিতা হইয়াও দেবতাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধ্যার্থে যে যে সময়ে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন সকলে সেইসেই সময়ে তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়াছেন। হে পাঠকগণ! এইরূপ বলিয়া তাঁহার দুর্গা কালী তারা ইত্যাদি বহু রূপের বর্ণন করিয়াছেন এবং মুক্তি বিচারে।

যো যো যাদৃশ ভাবেন নিত্যং ধ্যায়তিভক্তিত।
তত্তদ্রূপেন তস্যেষ্টং পুরয়েৎ পরমেশ্বর॥

নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক যাদৃশ রূপ বিশিষ্ট দেবতার ধ্যান করে পরমেশ্বর তাদৃশ রূপ বিশিষ্ট হইয়া তাহার অভিলাষ পুরণ করেন। ভাগবতে,

বিভর্ষিদ্রূপান্যবরবোধ আত্মাক্ষেমায় লোকস্য
চরাচরস্য। যদ্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতাম
ভদ্রানি মুহুঃ খলানাং।

ইহার তাৎপর্য্যে সাধু ও নিষ্পাপিদিগকে পালন এবং অভদ্র খলদিগকে দমনার্থে সেই পরমাত্মারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে।

সৃষ্টুন্মুখেন তৎব্রহ্মচাংসেন পুরুষ স্মৃত।

সেই ব্রহ্ম সৃষ্টির উন্মুখে আপন অংশে ব্রহ্মাদি রূপে পুরুষ হইয়াছেন।

মহাভাগবতের অন্তর্গত ভগবতী গীতা।

ত্রৈলোক্য জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনি।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনকাপিচ ॥
মহোগ্র তপসাপুত্রী ভাবেন মুনিপুঙ্গর।
প্রার্থিতাচ মহেশেন সতী বিরহ দুঃখিতঃ ॥

গিরি রাজের উগ্র তপস্যায় বশীভুত হইয়া গিরিরাজের প্রার্থনামতে এবং সতী বিরহে মহাদেব দুঃখিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন এ জন্য কন্যাভাবে মেনকার গর্ভে ত্রৈলোক্য প্রসবিতা ব্রহ্ম রূপা সনাতনি দুর্গা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রুদ্রগীতা।

ক্রিয়া কলাপৈরিদমেব যোগিনঃ শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু
যজন্তি সিদ্ধয়ে। ভুতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপ লক্ষণং
বেদেচ তন্ত্রেচ তএব কোবিদাঃ ॥

হে ভগবন্! যে সকল যোগী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সিদ্ধি

লাভার্থ ক্রিয়া কলাপ দ্বারা তোমার এই সাকার রূপের উপাসনা করে সেই মহাত্মাই বেদ ও তন্ত্রে পণ্ডিত। পরন্তু ব্রহ্মা কৃত স্তব যথা—

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োর্থিভি র্বৈদিক তান্ত্রিকেণ।
যোগেন ধাতঃ সহনস্ত্রি লোকান্
পশ্যাম্যমুষ্মিন্নু হবিশ্ব মূর্ত্তৌ॥

হে পুরুষোত্তম! তোমার এই সাকার রূপই শ্রেয়োর্থি জনগণ কর্ত্তৃক বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা পূজনীয়। হে ধাতঃ! তোমার এই রূপ পরিচ্ছন্ন নহে যে হেতু বিশ্ব মূর্ত্তি রূপ তোমাতে ত্রিলোক এবং আমাদিগকে যুগপৎ দর্শন করিতেছি। পাঠকগণ! এতদ্বারা বিবেচনা করুন, বেদ প্রকাশক স্বয়ং ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক স্পষ্ট উক্ত হইল বিষ্ণু আদির সাকার রূপ অপরিচ্ছন্ন এবং বেদে ও তন্ত্রে যে পণ্ডিত হয়েন তিনিই সাকার রূপের উপাসনা করেন। অতএব মূর্খ ব্যতীত কে সাকার রূপের অবহেলা করিতে পারে। পুষ্পদন্ত কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে ভক্তাধীন ভগবান কেবল ভক্তের হিতার্থে শরীর স্বীকার করিয়াছেন, তত্রাচ সাকার ঈশ্বর নহে এইরূপ সাধুদিগের বিষাদ জনক এবং খলদিগের তুষ্টিকারক যে কুতর্ক তাহা অভদ্র কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া থাকে।

শঙ্কর ভাষ্যে প্রকাশ আছে—

দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতি কারণং প্রাণিনাং সাক্ষা-

দভ্যুদয় নিঃশ্রেয় স হেতুর্যঃ সধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণা দ্যৈর্ব্বর্ণি ভিরা-শ্রমিভিঃ শ্রেয়ার্থিভির্ভিরনুষ্ঠীয়মানোদীর্ঘেণকালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মান বিবেক বিজ্ঞান হেতুকেনাধর্ম্মে নাভি-ভূয়মানেধর্ম্মে প্রবদ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপাল-য়িষু শ। আদি কর্ত্তা নারায়ণাখ্যোবিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণোত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবা দংশেন কৃষ্ণঃ কিলসম্বভুব ব্রহ্মণত্বস্যহি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকোধর্ম্মঃ তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রম ভেদানাং ॥

বৈদিক ধর্ম্ম দুই প্রকার প্রথম জগতের স্থিতির কারণ প্রবৃত্তি লক্ষণ এবং ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান প্রাণি দিগের সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ নিবৃত্তি লক্ষণ দ্বিতীয় কামনা বশতঃ বিবেক জ্ঞানের নাশক অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মের অভীভব পূর্ব্বক অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে জগতের স্থিতি ইচ্ছা করিয়া সেই আদি কর্ত্তা নারায়ণ ব্রাহ্মণ্য ও তদধীন বৈদিক ক্রিয়া রক্ষার নিমিত্তে দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তথাহি। সচ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্যতে জ্যোভিঃ সদা সম্পন্ন স্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়া মুল প্রকৃতিং বশীকৃত্যাযোঽব্যয়ো ভুতানামীশ্বরো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবোপি সন্ স্বমায়য়া দেহ বানিবজাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষতে স্বপ্রয়োজনাভাবেপি ভুতানু জিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্না যোপদীদেশ গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয় মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তংধর্ম্মং ভগবতাযথোপদিষ্টং

বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈ রূপ নিববন্ধং।

সেই ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান ত্রিগুণাত্মক স্বীয় মায়াকে বশীভুত করিয়া স্বয়ং মুক্ত স্বরূপ হইয়াও স্বীয় মায়া দ্বারা উৎপন্নের ন্যায় দৃষ্টি গোচর হইয়াছিলেন স্বীয় প্রয়োজন না থাকিলেও লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অর্থাৎ মহতের অনুষ্ঠীত ধর্ম্ম লোক মাত্রেরই গ্রাহ্য হইবে এই বিবেচনায় শোক সাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনের প্রতি পূর্ব্বোক্ত বৈদিক ধর্ম্ম দ্বয় উপদেশ করিয়াছিলেন সেই ভগবানের উপদেশ সকল সাত শত শ্লোক দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস গীতা শাস্ত্র নিবন্ধ করেন।

এতদ্দারা বক্তব্য এই যে জগদীশ্বরের স্বাকার রূপ। এই রূপে সমস্ত শাস্ত্রই ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থ অতীব বাহুল্য জ্ঞানে আর প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে স্বকিদ হইয়া যুক্তিমুলে এই বলি এই ভারৎ ক্ষেত্রে এমন দেশ নাই যে স্বাকার উপাসক অভাব আছে এমন কি প্রাচীন রীতি নীতি দেখা যায় এমন ভদ্রলোক নাই যে তাহার গৃহে দুটী দশটী বিগ্রহ সেবা না আছে। বরং কোন২ গৃহে শত সহস্র সাবয়ব মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অতএব সর্ব্ব শাস্ত্রে যখন স্বাকার দেব দেবীর উৎপত্তি বারম্বার মুক্তকণ্ঠে গান করেন এবং সমস্ত দেশে সেই সকল দেব দেবী স্থাপিত লক্ষিত হয় এবং কি বন্ধু বান্ধব কি পণ্ডিত সমুহ যখন স্বাকার উপাসনা বিষয়েই নিয়োগ করেন এমতাবস্থায় ভ্রমাত্মক মনের বশীভুত হইয়াও কি দেশাচার শাস্ত্রাচার কুলাচারের বিরুদ্ধ তর্কাব-

লম্বী হইয়া বিপথগামী হওয়া বিধেয়। আর যদি জগদী-শ্বরের এক নাম দয়াময়। এ স্থলে যে সমস্ত সাধক তাঁহার প্রাপ্ত কামনায় পঞ্চতপা প্রভৃতি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করত তপস্যাচরণ করিয়াছেন তাহাদিগের প্রতি কি তাঁহার দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক দর্শন দান উচিত হয় না এবং যদি চাক্ষুস প্রত্যক্ষ হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য হয় তবে শরীর ধারণ ভিন্ন কি রূপে দর্শন দিবেন। কি আশ্চর্য্য স্বাকার রূপ ধারণের কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রে বলেন (পরিত্রাণায় সাধুনাং) সাধুদিগের পরিত্রাণার্থে তেঁহ শরীর স্বীকার করিয়া থাকেন কলিতার্থে ও দেখা যায় আমরা পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক যে উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই যাহা রাজাধীরাজ কিম্বা মহা ধীসম্পন্ন পণ্ডিত সমূহ কেহই জ্ঞাত নহে সেই পরমানন্দদায়ক অথচ অভ্রান্ত তত্ত্ব কেবল সেই স্বাকার রূপ হইতেই অর্থাৎ দুর্গা কালী কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি হইতেই ব্যক্ত। এমন কি বিচার মূলে দেখা যায় ভগবদ্গীতা ভগবতীগীতা রামগীতা প্রভৃতি অশেষ বিশেষ শাস্ত্রে যেরূপ জ্ঞান নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার গূঢ়ার্থ কি কেহ বোধগম্য করিতে শক্ত এবং যাহারা সেই সদর্থ কিঞ্চিৎ মাত্রও ধারণা করিয়াছে তাহাদিগের কি কখন কোন দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে। এবং তাহারা কি সেই কৃষ্ণ বিষ্ণুর গুণানুবাদ কীর্ত্তনে তিলার্দ্ধ বিরত হইতে পারে। মহাশয়! আমরা নিশ্চয় অবগত আছি যেরূপ বসন্ত কালের মাধুর্য্য কখনই বানর অবগত নহে তদ্রূপ অধম লোকে সেই দেব দেবীর মহিমা কদাচই জানিতে শক্ত হয় না। কিঞ্চিৎ বিচারমূলে দেখুন শরীর স্বাকার এবং

জ্ঞান নিরাকার কিন্তু সেই স্বাকার শরীর ব্যতীত নিরাকার জ্ঞান কোন কার্য্য করিতেই পারগ নহে এমত স্থলেও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করিতে বা ধর্ম্মার্থ মোক্ষদানে যাহারা স্বাকার কিছুই নহে বলে তাহাদিগের অপেক্ষা হতমুর্খ কে আছে ?

বিশেষ পরমেশ্বরের স্বাকার রূপ স্বীকার না করিলে সমস্ত শ্রুতিকেই অবমাননা করা হয়। যেহেতু কাঠকে।

আসীনোদুরব্রজতি শয়ানঃ পরিধাবতি। ইতি

যিনি উপবেশন করিয়াও দূরে গমন করেন শয়নে থাকিয়াও সর্ব্বত্র ধাবমান হয়েন। এতদ্বারা বক্তব্য এই যে পরমেশ্বরকে স্বাকার না বলিলে শয়ন উপবেশন নিরাকারে কি প্রকারে সম্ভব হয় সুতরাং শ্রুতি দৃষ্টে স্বাকারই উপলব্ধি হয় কেননা যে কালে শেষ পর্য্যঙ্কশায়ি ভগবান তৎকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত ভুভার হরণার্থে শয়ন অবস্থাতে থাকিয়াও পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। অতএব শ্রুতি ও পুরাণের ঐক্যতা প্রযুক্ত স্বাকারই পরব্রহ্ম ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষ বেদান্ত সুত্র দৃষ্ট করুন। যথা। নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ।

অদৃশ্যত্ব প্রযুক্ত বিদ্যমানের অবিদ্যমানত্ব হয় এ জন্য ঈশ্বর অস্তিত্ব সত্ত্বেও নাস্তিকতা জন্মে অতএব ইহাই স্বীকার্য্য পরমেশ্বরের শরীর ধারণ সামান্য জীবের ন্যায় অদৃষ্ট জন্য নয় শুদ্ধ ইচ্ছায় আবির্ভাব মাত্র। শঙ্করভাস্য যথা।

যত্তুক্তং হিরণ্য শ্মশ্রুরিত্যাদি রূপ শ্রবণং
পরমেশ্বরে নোপপদ্যত ইতি ক্রমঃ স্যাৎ পরমেশ্বর
স্যাপি ইচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থং।

যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যশ্মশ্রু ইত্যাদি শ্রবণে পরমেশ্বরের রূপ নাই এবং দেখা যায় না এমত বলা যাইতে পারে না ইহাতে এই যুক্তি সিদ্ধ সাধকের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাবশত মায়াময় রূপ হয়। পুনশ্চ শঙ্কর ভাস্য।

সূর্য্যমণ্ডলে চাক্ষুষি চোপাস্যত্বেন শ্রূয়তে
কিম্বা নিত্য সিদ্ধঃ পরমেশ্বর ইতি।

সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থ হিরণ্যবর্ণ পুরুষকে উপাস্যত্বে মায়াময় রূপ কিম্বা নিত্য সিদ্ধ পরমেশ্বর বলে এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্বাকার রূপি জগদিশ্বর নিশ্চয় হয় আরও অপূর্ব্বার্থ নির্গত হইতেছে যে স্বাকার ব্যতীত পরমেশ্বরের কোন মতেই উপাসনা হয় না এবং ইহা মান্য না করিলে শঙ্করাচার্য্যের ভাস্য ও শ্রুতি অমান্য করা হয়। যে হেতু।

নাপ্রামান্যং স্বাকার প্রতিপাদক শ্রুতিনাং।

অর্থাৎ স্বাকার প্রতিপাদক শ্রুতিসকল অপ্রামান্য নহে। শঙ্কর ভাস্য যথা।

সএবমনীয়স্ত্বাদিং গুণগণোপেত ঈশ্বর স্তত্র হৃদয়
পুণ্ডরীকে নিচার্য্য দ্রষ্টব্য উপদিশ্যতে যথা
শালগ্রামে হরিঃ।

বাহ্য আধ্যাত্মিক উপাসনায় পরমেশ্বরের আধারস্থান নিরূপণ করিয়াছেন। অতি সুক্ষ্ম গুণ বিশিষ্ট যে ঈশ্বর তাঁহাকে ধ্যান দ্বারা হৃদয় পদ্মে অবলোকন করত উপাসনা করিবে যেমন অতি সুক্ষ্মাত্মা হরিকে বাহ্য শালগ্রাম চক্রে অর্চ্চনা করে। মহাশয় দেখুন অশেষ বিশেষ শ্রুতি সকল

এবং তাহ্য এক মাত্র স্বাকার মূর্ত্তি ও স্বাকার উপাসনাই কর্ত্তব্য দর্শাইতেছেন।

এবং মনুর দ্বাদশ অধ্যায়ে ১২৩ শ্লোকের টীকায় কল্লুক ভট্ট শ্রুতি প্রমাণ দর্শাইতেছেন। যথা—

মূর্ত্তামূর্ত্তস্য রূপেচ ব্রহ্মণি সর্ব্বা এবোপাসনাঃ শ্রুতিসিদ্ধা ভবন্তি।

মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত উভয় রূপেই ব্রহ্ম অতএব অগ্নি এবং ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা যাহা কথিত হইল সে সমস্তই শ্রুতি সিদ্ধি।

অপিচ তৈত্তিরিয় যজুর্ব্বেদের সপ্তম ভাগের প্রথমাধ্যায়ের পঞ্চমী শ্রুতি প্রভৃতিতে পরমেশ্বরের বরাহ অবতারের প্রস্তাব বিস্তারিত হইয়াছে। অর্থাৎ যৎকালিন একার্ণব জলে মগ্না পৃথিবী তৎকালিন অহিপর্য্যঙ্কশায়ী পরমেশ্বরের শরীর জলমধ্যে ভাসমান ছিল। তাঁহার সৃষ্টি করণেচ্ছা হইবাতে ব্রহ্মা রূপে প্রকাশ হইয়া মহতী চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন যে ধরা ব্যতীত ধারণ শক্তি হইতে পারে না এই রূপ ধ্যায়মান ব্রহ্মার দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হওয়াতে বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং পৃথিবী উদ্ধার নিমিত্ত ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করেন। প্রমাণ যথা। -

তস্য ধ্যানান্তস্থস্যনিঃশ্বাদ্বরাহ তোক্যোহজায়তেতি।

ধ্যানস্থ যে ব্রহ্মা তাঁহার নিশ্বাসে বরাহ রূপে আবির্ভাব হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করতঃ বিশ্বকর্ম্মা রূপে পৃথিবীকে বিস্তারিতা করেন। অন্যদপি।

যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং বামনেনেহজায়তে।

তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ স্মৃতোবিষ্ণুঃ বিশধাতুঃ প্রবেশনে॥

যে হেতু বামন হইতে এই বিশ্ব জন্মিয়াছে এ জন্য সর্ব্ব প্রকাশক বামন রূপি বিষ্ণু সকলের স্মরণীয় হইয়াছেন। এবং ঋক্‌বেদে ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্রার্থে এবং উহার শাকাপুর্ণি টীকা প্রভৃতির অর্থে বামন অবতারের সাতিশয় আতিশর্য্য ও সুর্য্য অগ্নি কালী প্রভৃতির উপাসনা স্পষ্টিকৃত হইয়াছে পরন্তু জ্ঞানদীপিকার প্রথম খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠা ও তৃতীয় খণ্ডের ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে অনেকানেক বেদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে বিধায় লিপি বাহুল্য করিতে ইৎসা না করিয়া অজ্ঞনিচয়ের সন্দেহ অপনয়নার্থে এই বলি যদিচ অগ্নি সুর্য্য শিব প্রভৃতি বহু পরমেশ্বর জ্ঞানে সুক্ষ্ম বুদ্ধি হীনের আপাততঃ সংশয় উদ্ভব হইতে পারে কিন্তু বেদার্থ ধারণা করিলে অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে ঈশ্বর এক এবং এক মাত্র স্বাকার দেব দেবীই তাহার রূপ সমস্ত শাস্ত্রেই এই মাত্র কীর্ত্তন করেন। যে হেতু শামবেদ।

যজ্ঞায়জ্ঞাবো অগ্নয়েগিরা গিরাচ দক্ষসে।

প্রপ্রবয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং নশ ংসিষম॥

যিনি অক্ষয় মৃত্যুধর্ম্ম বর্জ্জিত যিনি জাতবেদা উৎপ্রাণি গণের জ্ঞাতা যিনি মিত্রের ন্যায় হিতকারি হে স্তোতৃগণ! তোমরা সকলে স্তুতিবাক্য দ্বারা তাদৃশ অগ্নিদেবকে প্রবৃদ্ধ করিবার জন্য যজ্ঞে যজ্ঞে অর্থাৎ প্রতি যজ্ঞেই তাঁহার স্তব কর এবং আমরাও তাঁহাকে এরূপে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করি। মহাশয় দেখুন, অগ্নিকেই পরমেশ্বর বলিয়া শাম বেদ ব্যক্ত

করিলেন, এবং ঋক্ বেদে। অগ্নিমিলে পুরোহিতং ইত্যাদি এবং যজুর্ব্বেদে অগ্নআয়াহি হোব্যদাতয়ে ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিকেই জগদীশ্বর বলিয়া সমস্ত বেদ ভুরি ভুরি বাখ্যা করিয়াছেন এবং পুরাণে অগ্নিদেব দ্বিজাতিনাং। নীতিশাস্ত্রে গুরুরগ্নি দ্বিজাতিনাং। ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই অগ্নিকে পরমদেব বলিয়া প্রশংসাবাদ করিয়াছেন অধুনা দেখুন ঐ অগ্নিই রুদ্র সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন যে হেতু শামবেদ জরাবোধ। তদ্বিবিড্‌ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোম ঔ রুদ্রায় দৃশীকম্। হে স্তুতিবোধ্য অগ্নি! তুমি রুদ্র রূপী তোমাকে অনুকুল করিবার নিমিত্ত যজমানগণ উৎকৃষ্ট স্তব করিতেছেন অতএব সেই সকল যজমান রূপী প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য (অর্থাৎ তাহাদিগের) যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান গুলি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যজন কার্য্য স্থানে প্রবেশ কর। পুনশ্চ শামবেদ।

আদিৎ প্রত্নস্যরে তসোজ্যোতিঃ পশ্যন্তিবাশরম।
পরোযদ্বিধ্যতেদিবি॥

যখন দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে চির গতিশীল এই বৈশ্বানর নামক অগ্নি সূর্য্য রূপে প্রদীপ্ত হইতেছেন তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই তাঁহার বাসর (অহোরাত্র) নিয়ামক প্রদীপ্ত তেজপুঞ্জ সকলেই দেখিতে পাইতেছে। অতএব পাঠকগণ দেখুন এক অগ্নিকেই শামবেদ রুদ্র এবং সূর্য্য বলিয়া স্পষ্ট গান করিলেন এবং উপাসনা কাণ্ডে রুদ্রায় অগ্নিরূপিনে নমঃ। পুরাণে বিষ্ণুস্তব। ত্বমাপ ত্বমগ্নি ত্বমেন্দু

স্তুমর্ক। এ স্থলে অবধান করিলেই বোধ হইবে অগ্নি সূর্য্য শিব বিষ্ণু প্রভৃতি পৃথক নহে। আর দেখুন—

সৎপথ ব্রাহ্মণ ভ.গে।

আত্মজানন্তো তেত্বাস্থ কুশলাজনা হে বিষ্ণো তেত্তব মহঃ প্রকাশ স্বরূপং প্রকাশিকাং সুমতিং শোভনাং মতিং ভজামহে। পুনশ্চ শ্রুতি যজ্ঞো বৈবিষ্ণুরিতি।

ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যে। যজ্ঞ পুরুষবিষ্ণু আত্ম আকৃতি হইতে যজ্ঞকে উৎপন্ন করেন। অতএব শ্রুত্যর্থে স্বাকারএবং অশেষ মুর্ত্তি বলিয়াই বিষ্ণুকেব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলিতার্থে স্বাকার ব্যতীত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কার্য্য কথনই সম্পন্ন হইতে পারে না তদ্ধেতু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন। শ্রষ্টা-পাতাচ সংহর্ত্তা কলয়ামুর্ত্তি ভেদতঃ। এক পরমেশ্বর অংশ ভেদে মুর্ত্তিভেদ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করিতেছেন এবং অষ্টাবক্র সংহিতাও ইহার নিদর্শন। যথা—

তেজঃ পরাত্মনোরাজন্ শিশৃক্ষোর্জগদাত্মনঃ।
ত্রিধাবিগ্রহবদ্ভাতি জগত্যদ্যাপি তদ্‌গুণি॥

সৃষ্টিস্থক পরমেশ্বরের তেজ তিন ভাগে সমবস্থিত হয়। অর্থাৎ গুণত্রয় স্বরূপ ঐ তেজ বিগ্রহবান হয়েন। অদ্যাপি তাঁহারা ঐ গুণ ত্রয়ের আধার স্বরূপ গুণি রূপে জগত্ত বিরা-জমান আছেন। যথা—

তেজস্ত্রয়ং ত্রয়োদেবো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
আসন শরীরিণঃ সর্ব্বেস্বেচ্ছয়া পরমাত্মনঃ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশানা গুণিনোঽদ্যাপিতে যথা॥

ঐ তেজঃ ত্রয়স্বরূপ দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নামে বিখ্যাত তাঁহারা ইচ্ছাময় অর্থাৎ স্বয়ং পরমাত্মা আপন ইচ্ছানুসারে গুণাধার শরীরীরূপে অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব এই সমস্ত শাস্ত্রার্থে স্বাকারের শ্রেষ্ঠতা ও নাম ও রূপ ভেদে বহু দেবতা হইলেও ফলিতার্থ এক যেমন সমুদ্রে তড়াগ নদী প্রভৃতি বহু নামধারী হইলেও জল এক পদার্থ এবং অগ্নি আধার বিশেষে ভিন্নবস্তুাতি হইলেও অগ্নির বিভিন্নতা নাই, যেমন রাম নামক এক ব্যক্তি সন্ন্যাসী হর গৌরী সাহেব প্রভৃতি বহুরূপী নামধারণ করত কার্য্য উদ্ধার করে, কিন্তু এক রাম ভিন্ন অন্য নহে। তদ্রূপ কৃষ্ণ দুর্গা অগ্নি প্রভৃতি বহুনাম বা বহুরূপ দৃষ্ট হইলেও ফলিতার্থ এক এতদর্থেই মনু বলেন ;—

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং।
ইন্দ্রমেকে পরেপ্রাণ মপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং॥

এক পরমেশ্বরকে কেহ অগ্নি কেহ মনু নামক প্রজাপতি কেহ ইন্দ্র কেহ প্রাণ কেহ পরংব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে। চণ্ডীতে প্রকাশ সেই নিত্যা ভগবতী শম্ভু নিশম্ভু প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ সময়ে বহুরূপী হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী বৈষ্ণবী প্রভৃতি বহুরূপধারণ করিয়া যুদ্ধ করায় অসুরগণ বলিয়াছিল তুমি অন্যের সাহায্য লইয়া এত গর্ব্ব কর, তাহাতে জগৎজননী বলিয়াছিলেন,—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কামমাপরা।

অর্থাৎ এক আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কে আছে এই বলিয়া সমস্ত রূপ সম্বরণ করিয়া একমাত্র হইয়াছিলেন। সুতরাং

বহু রূপ হইলেও যে এক পদার্থ তাহাতে সন্দেহ কি? ভাগবতে প্রকাশ ;—

বদন্তিয়ঃ তত্ত্ববিদুস্তত্তযদ্পরম দ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দতে॥

তত্ত্ববিৎগণে বলিয়া থাকেন, সেই পরমতত্ত্ব অদ্বয় এক মাত্র তাঁহার নাম কেহ ব্রহ্ম কেহ পরমাত্মা কেহ ভগবান বলিয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে,—

তয়ো হরিহর পদয়েকো প্রত্যয় ভেদেন ভিন্নপদং বিভাতি।
কলয়তি কেচিৎ মূঢ় হরিহরপ পদং ভিন্নং বিনাশাস্ত্রং॥

সেই হরি এবং হর এক পদ কেবল ব্যাকরণ প্রত্যয় দ্বারা ভিন্ন রূপ প্রতীয়মান করান। অর্থাৎ এক হৃ ধাতুর ই প্রত্যয় করিয়া হরি এবং অচ্ প্রত্যয় করিয়া হর হয় ফলিতার্থে উভয় অর্থেই অর্থ হরণকর্ত্তা বুঝায়। কিন্তু কোন কোন মূঢ় শাস্ত্র না জানিয়া বা আপন বিনাশের নিমিত্ত হরি হর ভিন্ন বলিয়া কোন্দল করিয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে,

শিবস্থ শ্রীবিষ্ণো যঃ ইহগুণ নামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নংপশ্যেৎ সখলু হরিনামা হিতকর॥

যে ব্যক্তি শিব এবং বিষ্ণু ইহাদিগকে গুণ ও নামাদি সমস্ত ভিন্ন করিয়া দেখে সে নিশ্চিত হরিনামের অহিতকারী অর্থাৎ হরিনাম করিয়াও ফললাভে বঞ্চিত হয়। এরূপ স্থলেও যাহারা হরি হরাদি পৃথক জানে তদপেক্ষা হতবুদ্ধি কে? গারুড়ে।

যা দুর্গা শৈবকালী যা কালী শৈবরাধিকা।
কদাচিৎ ললিতা দেবী পুংরূপী কৃষ্ণবিগ্রহ॥

যে দুর্গা সেই কালী যে কালী সেই রাধিকা এবং কখন ললিতা দেবী কৃষ্ণরূপে পুরুষ হইয়াছিলেন। অতএব বিবিধ শাস্ত্রার্থে এইমাত্র প্রমাণ যিনি একমাত্র যাঁহাকে শ্রুতিশ্রুতং সত্বং পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি বহুনাম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তিনিই কৃষ্ণ কালী অগ্নি প্রভৃতি বহুরূপে প্রকাশ হইয়াছেন ফলিতার্থে যেরূপ এক আকাশ ঘটাকাশ মঠাকাশ স্বরূপে পৃথক পৃথক সজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেও আকাশের বিভিন্নতা নাই। তদ্রূপ কালী কৃষ্ণাদির পৃথক নাম বা পৃথক ধ্যান হইলেও অভিন্ন তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই যদি বল দেহ পাঞ্চভূতের বিকার সুতরাং দেহি ঈশ্বর হইতে পারে না। তদর্থে বলি ;—

চিদ্ব্যোম কেবল মনন্ত মনাদি মধ্যং
ব্রহ্মেতি ভাতি নিজচিত্ত বশাৎ সয়ম্ভূঃ।
আকার বানিব পুমানিব বস্তুতস্ত
বন্ধ্যাতনুজইব তস্যতু নাস্তি দেহঃ ॥

আদি অন্ত মধ্য রহিৎ এক চিদাকাশরূপে দেদীপ্যমান্ সয়ম্ভু এই ব্রহ্মা স্বকীয় চিত্ত দ্বারা শরীরি হইয়া আকার বিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পায়েন। বস্তুত বন্ধ্যার সন্তানবৎ ইহার শরীর মিথ্যা। অর্থাৎ বন্ধ্যার সন্তান নামমাত্র বস্তুত নাই, তেমন ব্রহ্মার শরীর চক্ষু গোচর বটে কিন্তু মিথ্যা যেমন সঙ্গীত যাত্রায় কার্য্যানুরোধে এক ব্যক্তি কালুয়া ভুলুয়া রূপ প্রত্যক্ষ করায় ফলিতার্থ তাহার সেইরূপ মিথ্যা। অন্যদপি।

হে সজ্জন! ইহাতে এমন শঙ্কা করিও না, যে মিথ্যা

হইতে কি ফলোৎপত্তি হইবে। যেমন কালুয়া ভুলুয়া রূপ যদিচ মিথ্যা কিন্তু ঐ আকৃতি হইতেই স্থান মার্জ্জন হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মার রূপ মিথ্যা হইলেও তাহার উপাসনা ব্যতীত চিত্ত-মার্জ্জন হইতে পারে না। ভুরিশ শাস্ত্রে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে তৎপ্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

ব্রহ্মা সংকল্প পুরুষঃ পৃথ্যাদি রহিতাকৃতিঃ।
কেবলং চিত্তমাত্রাত্মা কারণং ত্রিজগৎস্থিতেঃ॥

সংকল্প পুরুষ যে ব্রহ্মা তিনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভুত শূন্য কেবল চিত্তমাত্র স্বরূপ তিনি এই ত্রিজগতের স্থিতির কারণ আত্মা স্বরূপে সর্ব্বত্র আছেন।

অতএব এতদ্দ্বারা ব্যক্ত করিতেছি ব্রহ্মার একটী আকার দৃষ্টেই পরিচ্ছন্ন অথবা সর্ব্বব্যাপক অসম্ভব, এমত বিবেচনা উচিত হয় না। কারণ ক্ষুদ্র একটী বৃক্ষ যেরূপ আকৃতি তদপেক্ষা মূল দ্বারা বহু স্থান যখন ব্যাপ্ত প্রত্যক্ষ হয় তখন সেই বেদ প্রতিপাদ্য প্রবল ব্রহ্মা চতুঃমুখ বিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অসম্ভব কি। কোন সরোবরে এক তাল জল দৃষ্টেই কি জলের সেই পরিমাণ বলা কর্ত্তব্য যেহেতু সমস্ত পৃথিবী সেই জলব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে সজ্জন! জল যেমন সময়ে আবির্ভাব সময়ে তিরোভাব হয়, এবং ঐ তিরোভাব দৃষ্টেই জল না থাকা সাব্যস্ত হইতে পারে না। তদ্বৎ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও কার্য্য বশতঃ আবির্ভাব তিরোভাব স্বীকার করিতে হইবে, যেরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করিতে যন্ত্রের আবশ্যক হইবেই হইবে। তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি লয় ও চতুঃবর্গ প্রদান করিতে জগদীশ্বরের দেহ আবশ্যক হইবেই হইবে।

সুতরাং তদ্দৃষ্টে পরিচ্ছন্ন বলা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাশয়! ক্ষুদ্র এক মাকড়সার জাল যখন পরিচ্ছন্ন অপরিচ্ছন্ন দুই বলিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ জাল যখন মাকড়সা প্রকাশ করে তখন ব্যক্ত আবার ঐ জাল যে কালে সম্বরণ করত গমন করে তখন অব্যক্ত এ স্থলে সেই ব্রহ্মাদির কেবল পরিচ্ছন্ন বলা কিরূপে যোগ্য হয়। যোগবাশিষ্টে,—

সর্ব্বসংকল্পা রহিতা সর্ব্বসজ্ঞা বিবর্জ্জিতা।
শৈষাচিদা বিনাশাত্মা তত্ত্বোক্ত্যাদি কৃতাভিদাঃ॥

সঙ্কল্পা শূন্য অবিনাশী সকল সংজ্ঞা বিবর্জ্জিত সেই চিত্ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানীরা ব্রহ্মাদি নাম কল্পনা করেন। পুনশ্চ।

দিক্কালাদ্য নবচ্ছিন্নমাত্মতত্ত্বং স্বশক্তিতঃ।
লীলয়ৈব যদাদত্তে দিক্কাল কলিতং বপুঃ॥

দিক কালাদিতে যাহার অবচ্ছেদ নাই এমন যে পরমাত্মা ব্রহ্ম তিনি যে কালে লীলা দ্বারা স্বশক্তি দ্বারা কালাদি স্বরূপ শরীর ধারণ করেন সেই কালে জীব নাম ভজনা করেন। পুনশ্চ।

বুদ্ধিস্বত্ব বলোৎসাহ বিজ্ঞানৈশ্বর্য্য সংস্থিত।
সএব ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহঃ॥

সেই শরীর বুদ্ধিস্বত্ব বল উৎসাহবিজ্ঞান এবং ষড়ৈশ্বর্য্য যুক্ত হইয়া সকলের পিতামহ ব্রহ্মা হন। পুনশ্চ।

আকাশ স্ফুরদাকার সংকল্প পুরুষো যথা।
পৃথ্ব্যাদি রহিত ভাতি স্বয়ম্ভুর্ভাসতে তথা॥

সংকল্প পুরুষের ন্যায় এই ব্রহ্মার আকার আকাশ

হইতে নীশ্রিশ হইয়াছে ইহার শরীর পৃথিব্যাদি শূন্য ইনি চিদাকার ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশমান আছেন। হে পাঠক! যদিচ ব্রহ্মার শরীর দৃষ্ট হয় কিন্তু বাজীকরে যেমন মিথ্যা কৃত শরীর দৃষ্ট করায় তদ্রূপ ইহা উপযু্যক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যে প্রতিপন্ন হইল অধুনা মনু দেখুন।

সর্ব্বেষাস্তু সনামানি কর্ম্মানিচ পৃথক পৃথক।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকা। সপরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ রূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেষাং নামানি গোজাতের্গৌরিতি অশ্বজাতেরশ্ব ইতি।

সেই পরমাত্মা ব্রহ্মারূপে অবস্থিতি করিয়া এই মনুষ্য, এই গো, এই অশ্ব এই রূপে সকলের নাম এবং ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণের পৃথক পৃথক কর্ম্ম সকল বেদে পূর্ব্ব কল্পে যাহার যেমন ছিল তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

যদাসদেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদাসর্ব্বং নিমীলতি॥

যখন সেই ব্রহ্মা জাগ্রত হয়েন, তখন এই জগত অর্থাৎ মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়া চেষ্টান্বিত হয় এবং তিনি যখন নিদ্রিত হয়েন, তখন জগৎ প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয়। অতএব এতদ্দ্বারা ব্রহ্মার উৎপত্তি বা বিনাশ কোন রূপে সাব্যস্ত হইতে পারে না কেবল ইচ্ছায় লীলা মাত্র এই স্বীকার্য্য।

ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তোব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসী তমোনুদঃ॥

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা। ততঃ প্রলয়াবসানানন্তরং স্বয়ম্ভুঃ পরমাত্মা স্বয়ম্ভবতি স্বেচ্ছয়া শরীর পরিগ্রহং করোতি নত্বিতর জীববৎ কর্ম্মায়ত্ত দেহঃ।

সেই পরমাত্মা ইচ্ছাকৃত ব্রহ্মা রূপে দেহধারী হইয়া আকাশাদি এবং মহদাদি তত্ত্ব যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা প্রকাশিত করত আপনি প্রকাশ পাইলেন। এখন বেদ দেখুন।

মুণ্ডক শ্রুতি।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভুব বিশ্বস্যকর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা, সব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥

প্রধান পুরুষ ব্রহ্মা সকলের অগ্রে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া ছিলেন, তিনি বিশ্বের কর্ত্তা এবং ভুবন সমূহের সুখ দাতা সেই ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়া ব্রহ্ম বিদ্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে কহিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্টে।

পরমে ব্রহ্মণি ব্রহ্মা স্বভাববশতঃ স্বয়ং:
জাতঃ স্পন্দময়োনিত্য মূর্ম্মির্জ্জলনিধাবিব॥

ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মময় সমুদ্রে তরঙ্গ ন্যায় স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া স্বভাব বশতঃ সুপ্তোত্থিত বিজ্ঞানে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মা স্বয়ং আবির্ভাব হন, এ কারণ স্বয়ম্ভু বলিয়া সকলে বিখ্যাত করেন, তত্রাচ সাধারণের ন্যায় ব্রহ্মার উৎপত্তি ইহাও কি প্রাজ্ঞের কথিতব্য? যদি বল রজগুণে ব্রহ্মা ইহা শাস্ত্রে বলেন, তদর্থে বলি যেরূপ পঙ্গু ব্যক্তির পর্ব্বত লঙ্ঘন অসাধ্য, অস্ম-

বিধ ব্যক্তির শাস্ত্র তত্ত্ব নিশ্চয় বা ব্রহ্মাদির গুণ সংখ্যা করা ও তদ্বৎ কারণ উপর্য্যুক্ত মনু পুরাণ উপনিশদাদি শাস্ত্রে যখন ভুরি২ বাক্যে ব্রহ্মাই পরমাত্মা বলিয়া স্পষ্টই কীর্ত্তন করিলেন এ স্থলে সেই গুণাতিতের গুণ সংখ্যা কি উন্মাদ চেষ্টা বিশেষ নহে যোগবাশিষ্টে দেখুন।

তুর্ণং সংপূজিতো দেবঃ সোর্ঘপাদ্যাদিনাময়া।

অরোচন্মাং মহাসত্ত্বঃ সর্ব্বভুতহিতেরতঃ॥

টীকা। যদ্যপি সৃষ্টিরজঃ প্রধান স্তথাপি জগদুদ্ধারো-দ্ভুত কারুণ্যত্বান্মহাসত্ত্বঃ সত্ব গুণ সম্পন্নঃ অতএব সর্ব্বভুত হিতেরতঃ।

বশিষ্ট বলেন,

আমি সেই জগৎ পিতা ব্রহ্মাকে দেখিয়া সসম্ব্রমে প্রযত্ন সহকারে অতি সত্বরে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া-ছিলাম মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সত্ত্ব গুণাবলম্বী সর্ব্ব প্রাণীর হিতৈষী ভগবান ব্রহ্মা আমাকে এই কথা বলিলেন।

টীকার অর্থ। যদ্যপি সৃষ্টি কার্য্যার্থে রজগুণ প্রধান তথাপি জগৎ উদ্ধার নিমিত্ত অতীব করুণা মহাসত্ব গুণের কার্য্য সুতরাং ব্রহ্মা অহরহ সর্ব্বভুতের হিতে রত এ জন্য সত্বগুণ সম্পন্ন ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কি আশ্চর্য্য! কোন বচনে রজগুণে ব্রহ্মা শ্রুত হইয়াই যদি ব্রহ্মা বাগানের মালির ন্যায় হেয় করি তবে শিব তদপেক্ষা হেয় হয় যে হেতু তিনি তমগুণি কিন্তু মহিম্ন স্তবে দেখুন ঐ শিবকে গন্ধর্ব্ব রাজ পুষ্পদণ্ড বলিয়াছেন বিশ্বোৎপত্তির নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মা রূপের প্রণাম করি এবং জনসমূহের

সৃষ্ঠ্যর্থে বিষ্ণু রূপের প্রণাম করি এবং সংহারার্থে হররূপকে প্রণাম এবং মুক্তির নিমিত্ত শিব রূপকে প্রণাম করি, সজ্জনগণ দেখুন একেকেই ত্রিগুণ ও গুণাতীত বলা হইল। ফলতঃ গুণাতীতোপি ত্রিগুণ সচিব এক পরাত্মা রজ আদি যুক্ত সমস্ত শাস্ত্রেই ইহা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তত্রাচ ব্রহ্মার কেবল রজগুণ বিষ্ণুর কেবল সত্ব, শিবের এক মাত্র তমগুণ বলিয়া দুরন্ত ভ্রান্তগণে সাধুদিগের বিসাদ জনক কুতর্ক পরতঃ পরত উচ্চারিত করিয়া থাকে। ইহা জানে না যে বিভীতল্পাশ্রুতাৎ বেদোমাময়ং প্রহরিস্যতি। এ আশ্চর্য্য নহে যেহেতু শাস্ত্রে।

হেতুবাদ সুনিপনাঃ পাণ্ডিত্যে চপলং বচ।

সকলেই প্রায় হেতুবাদ নিপুণ হইবে, অর্থাৎ হেতু দ্বারা ধর্ম্মপ্রমাদকরিবে এবং চপলবাক্যই পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে। কিন্তু হে সজ্জনগণ! বিচার রূপ নেত্রে নিরীক্ষণ করুন যে বিষ্ণু, সেই ব্রহ্মা, সেই শিব, সেই রাধা ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। পরন্তু যেরূপ বিষ্ণু এবং শিবাদি দেবগণের প্রায়শজনেই পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মা ইহা অজ্ঞাত এ বিধায় কেবল ব্রহ্মাকেই লক্ষ করিয়া কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু কৃষ্ণ বা কালী প্রভৃতিকেও এই রূপ নির্গুণ ও সগুণ বলিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ শাস্ত্র বারম্বার সাতিশয় আতিশয্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন।

ভগবদ্গীতা।

অবজানন্ত মাংমূঢ়া মানুশীন্তনুমাশ্রিতং।
পরংভাব মজানন্তো মমভুত মহেশ্বর॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন। আমি শুদ্ধ স্বত্বময় তথাচ ভক্তের ইচ্ছার অধীন হইয়া মনুষ্য দেহধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু সর্ব্বভুতের মহেশ্বর স্বরূপ আমার যথার্থ ভাব না জানিয়া কেবল মুঢ় মূর্খ লোকে মনুষ্য জ্ঞানে আমাকে হেয় করে।

মহাশয়! এইরূপ ভুরি ভুরি শাস্ত্রে শিব দুর্গাদির ভুয়সী প্রশংসাবাদ করিয়াছেন এবং ঐ সকল নিত্য বিগ্রহাদির প্রতি অসূয়া বুদ্ধি মূঢ়ের কার্য্য ইহা বলিতেও ক্রুটী করেন নাই। পরন্তু গ্রন্থ বাহুল্য জ্ঞানে এই তক লিপি করিয়া অধুনা এই বলি, যাহারা স্বাকার উপাসনা হেয় করতঃ নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলে, তাহাদিগের মূর্খতা প্রত্যক্ষ করুন। আদৌ উপাসনা শব্দের অর্থ বেদান্ত সার এই বলেন।

সগুণ ব্রহ্ম বিষৈক চিত্তৈকাগ্রং।

সগুণ অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট দেবগণেতে যে চিত্তের একাগ্র তাহাকেই উপাসনা বলে।

বেদান্ত দর্শন বলেন।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্য।

এই সুত্রের শঙ্কর ভাস্য যথা।

সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধার্থং স্থান বিশোনোন বিরুদ্ধতে শালগ্রামইব বিষ্ণোরিত্যেতদপ্যুক্তমেব।

বেদান্তে এই ব্যক্ত করেন, স্থানাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেক আদিপদে প্রতিমা যন্ত্রাদিতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আছে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, যেহেতু শঙ্করভাস্য অর্থ করেন। যদিচ সর্ব্বগত বিশ্বব্যাপক বিষ্ণু বটেন,

তথাপি শালগ্রামে নিত্য অবস্থান এ জন্য সেই যন্ত্রই উপা-
সনার স্থল শাস্ত্র ইহা উক্ত করেন। পুনশ্চ বেদান্তসুত্রে।

উদাসীনানামপিচৈবংসিদ্ধিঃ।

যদি অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয় তবে উদাসীন অনীহমান অর্থাৎ সর্ব্ব চেষ্টা শূন্য জনদিগেরও অভিমত সিদ্ধ কেন না হয়, কারণ অভাবের সুলভ প্রযুক্ত কোন চেষ্টার আবশ্যক নাই।

কি আশ্চর্য্য! কার্য্য ব্যতীত ফলোৎপত্তি কদাচই সম্ভবে না। এ স্থলে নিরাকার ভাবাতীত পদার্থে ধ্যান ধারণাদি উপাসনা কার্য্য শাস্ত্রিত যুক্তি ত অসঙ্গত হইতেছে। হে মহাশয়! কৃষকদিগের ক্ষেত্র কর্ম্মের যত্নাভাবে শস্য কি উৎপন্ন হয়। কুম্ভকারের মৃত্তিকা সংস্কারাদির অযত্নে ঘটাদি কি উৎপন্ন হয় তন্তুবায়দিগের তদ্রূপ যত্নাভাবে বস্ত্রাদি কি লভ্য হয়, অতএব বক্তব্য এই যে যখন কোন একটী ফল কর্ম্ম ব্যতীত লাভ না হওয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তখন উপাসনা কর্ম্ম ব্যতীত পরমেশ্বরের অনুকম্পা লাভ কদাচ হইতে পারে না। সুতরাং নিরাকারে সাধনাদির অযোগ্যতা মতে স্বর্গ ও অপবর্গ কদাপি হইতে পারে না। ভাব ব্যতীত অভাব পদার্থ অনর্থক যেহেতু ভাবের অবিদ্য-মানতাতে অভাব বক্তব্য হয়, এ বিধায় অভাবের বস্তু সংজ্ঞা মিথ্যা যেমন তেজ ও অন্ধকার অর্থাৎ অন্ধকার পদার্থ নহে শুদ্ধ তেজোভাগের অভাবের নাম অন্ধকার। তদ্রূপ ঈশ্বরের তিরোভাবের নাম নিরাকার, সুতরাং নিরাকারকে অভাব পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করে এতৎ জন্য শরীরের রক্ত

আখ্যা ও অব্যক্ত আখ্যা অশরীরি অতএব ব্যক্ত উপেক্ষা করত অব্যক্ত রূপের উপাসনা নিরর্থক।

হে সজ্জন! কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ণয় শাস্ত্র সেই ভগবদ্গীতা যখন স্পষ্ট বলিলেন, ক্লেশধীকতরস্তেষাং অব্যক্ত শক্ত চেতসাং। অর্থাৎ ব্যক্ত রূপের উপাসনায় বিরত হইয়া অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কেবল অধিক ক্লেশ মাত্র এবং বেদ কর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন।

শ্রেয়ঃশ্রুতি ভক্তিমুদস্যতেবিভো। ক্লিশন্তি যে কেবল

বোধ লব্ধয়ে। তেষামসৌক্লেশল এব শিষ্যতে।

নান্যৎ যথাস্থূল তুষার ঘাতীনাং॥

যেরূপ তুষে আঘাত করিলে কখনই তণ্ডুল লাভ হয় না, উপরন্তু ক্লেশ মাত্র হয়। তদ্রূপ ভক্তি পথ উপেক্ষা করতঃ যাহারা জ্ঞান লাভার্থে যত্ন করে তাহাদিগের কেবল ক্লেশ ভাগী হইতে হয়। এখন বেদান্ত দর্শন দেখুন।

না ভাব উপলব্ধে।

অভাব পদার্থের উপলব্ধি কোন মতেই হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে অভাব যে নিরাকার তাঁহার উপলব্ধি দ্বারা উপাসনা কদাপি সম্ভব হয় না এ জন্য স্বাকার উপাসনাই শ্রেয়স্কর। শাঙ্করীভাষ্য যথা;—

যথা নাপ্যভাবঃ কস্যচিদুৎপত্তি হেতুঃস্যাৎ।

অভাবত্বা দেবশশবিষাণবৎ। সর্ব্বস্য বস্তুনঃ

স্বেন স্বেন রূপেণভাবাত্মনৈবোপলভ্যমানত্বাৎ।

অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তাবভাবান্বিত মেব সর্ব্বং

কার্য্যং স্যান্নৈবং দৃশ্যতে॥

অভাব পদার্থ কদাচিৎ কাহার উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। যেমন শশকশৃঙ্গ সর্ব্বথা অসম্ভব তদ্রূপ অভাব হইতে গঠনাদিকার্য্য কাহার গোচর হয় না। এই হেতু যেমন শশবিশান শব্দ শব্দমাত্র, তদ্মাত্র নিরাকার শব্দ সর্ব্বতোভাবে অভাব। কেবল স্বাকার ব্রহ্মের প্রশংসাবাদমাত্র। কারণ সকল বস্তুর স্বীয় স্বীয় রূপে ভাবাত্ম উপলভ্যমান হয় আকার ভিন্ন ভাবগম্য কখনই হইতে পারে না। অভাবের কার্য্য অভাব, যেহেতু ভাবকরণ ব্যতীত ভাব কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। যথা— শঙ্করভাষ্য।

বীজাদ্যবয়বানা মঙ্কুরাদি কারণ ভাবাভ্যুপগমাৎ।
যথা স্থির স্বভাবানা মেব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভি-
জ্ঞায় মানানাং রুচকাদি কারণ ভাবদর্শনাৎ॥

যেমন বিজাদিতে বিদ্যমান কারণ ভাব অঙ্কুরাবয়ব না থাকিলে বৃক্ষোৎপত্তি হয় না তদ্রূপ উৎপত্তির কারণ অবয়বী না হইলে অবয়ব জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যদ্রূপ স্থির স্বভাব সুবর্ণাদিতে রুচকাদি অর্থাৎ কুণ্ডলাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দৃশ্যমান সুবর্ণ ভিন্ন অভরণ হইতে পারে না, তদ্রূপ দৃশ্যমান স্বাকার ভিন্ন জগৎ কার্য্য কদাপি উৎপত্তি হইতে পারে না। পুনর্যথা শঙ্করভাষ্য,—

পূর্ব্বাবস্থোত্তরাবস্থয়োঃ কারণ মভ্যুপগমাৎ।
তস্মাদসদ্ভ্যঃ শশবিষাণাদিভ্যঃ সদুৎপত্ত্য দর্শনাৎ।
সদ্ভ্যশ্চ সুবর্ণাদিভ্যঃ সদুৎপত্তি দর্শনাৎ।
অনুপপন্নোয় মভাবাদ্ভাবোৎপাত্ত্য ভ্যুপগমঃ॥

শাস্ত্রে এই যুক্তিসিদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বাবস্থা উত্তরা-

বস্থার কারণ তন্নিমিত্ত লৌকিক উদাহরণ দিয়াছেন যে শশক শৃঙ্গ অভাবপ্রযুক্ত কোন কার্য্য দর্শন হয় না, সুবর্ণাদিভাব প্রযুক্ত নানাভরণরূপ কার্য্যের দর্শন হয়। সুতরাং অভাব হইতে ভাবোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব জগৎপিতা কারণ পুরুষের অবয়ব স্বীকার না করিলে অবয়বী জগতের উৎপত্তি কদাচ সম্ভব হয় না।

চক্ষুর্বাং মনসাং পন্থাব্যতীতোযেন ভূয়তে।
তদীহা কেনবাবক্তুং শক্যতে পাঞ্চ ভৌতিনা॥
বস্তুতো গুণহীনাস্তে ত্রয়োব্রহ্মাদয়োঽমলাঃ।
নির্গুণানাং কথং ভূয়াদ্বিগ্রহঃ পাঞ্চভৌতিকঃ॥
আবির্ভাব তিরভাবৌ যেষাং স্বেচ্ছাবশান্নৃপ।
অংশাং স্তানবাকথং ত্রমোযেষামংশো জগত্ত্রয়ং॥

চক্ষু মন বাক্যের অতীত যে পরমেশ্বর তাঁহার চেষ্টা বর্ণন করিতে পাঞ্চভৌতিক শরীরধারী ব্যক্তির সাধ্য কি? বস্তুতঃ নির্গুণ নির্ম্মল নিত্য শুদ্ধ পরমেশ্বর প্রয়োজন মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপত্রয় হয়েন, তাঁহাদিগের শরীর যে পাঞ্চভৌতিক ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? কেবল ইচ্ছা দ্বারা তাঁহাদিগের আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র প্রাকৃত শরীরবৎ নাশ্য নহে, ঘৃত কাঠিন্যের ন্যায় অর্থাৎ ঘৃত যেমন ক্ষণেক তরল ক্ষণে কাঠিন্য হয় তন্নিমিত্ত ঘৃতের বিনাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মাদির স্বরূপের নাশ নাই এবং তাঁহারা কাহার অংশও নহেন, যেহেতু এই জগত্রয় যাঁহাদিগের অংশ তাঁহাদিগকে অংশই বা কি প্রকারে বলা যায়। যেহেতু গীতায় মেকাংশেন স্থিত জগৎ। অতএব তাঁহা-

দিগের অংশেই জগৎ অতএব ভূতাতিরিক্ত শরীরধারী ব্রহ্মাদি ইহা হেতুবাদ দ্বারা খণ্ডন করা হয় না। কেন না, লৌকিক দৃষ্টান্তে তদ্রূপ শরীর দৃষ্ট হয় না। যথা বিষ্ণু পুরাণে।

জুষন্‌রজোগুণন্তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরোহরিঃ।
ব্রহ্মারূপোস্থ জগতো বিসৃষ্টৌ সংপ্রবর্ত্ততে॥
সৃষ্টিঞ্চপাত্যনু দিনং যাবৎ কল্প বিকল্পনঃ।
সর্ব্বভুক ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রেমেয় পরাক্রমঃ॥
তমোদ্রেকীচ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মৈত্রেয়াখিলভুতানি ভক্ষয়ত্যতি ভীষণঃ॥
একত্বং রূপ ভেদশ্চ বাহ্য কর্ম্ম প্রবৃত্তিজঃ।

কারণ পুরুষ বিশ্বেশ্বর নারায়ণ নির্গুণ হইয়াও প্রয়োজন বশতঃ রজোগুণ অবলম্বন করত ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি কার্য্যার্থে প্রবর্ত্ত হয়েন ঐ সৃষ্টির পরিপালনার্থে কল্পান্তাবধি স্বত্বগুণা-বলম্বি সর্ব্বভোক্তা অপ্রেমেয় পরাক্রমবিশিষ্ট বিষ্ণুরূপে অনুদিন প্রতিপালন করেন। আবার তিনিই তমোদ্রেকী হইয়া কল্পান্তে রুদ্ররূপে সকল জীবকেই গ্রাস করেন। অতএব পরমেশ্বর অদ্বিতীয় হইয়াও বাহ্য কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে ভিন্ন রূপে অবস্থান করিতেছেন। অতএব নিত্য বিগ্রহ ধারীর প্রতি অসূয়া করাই আত্ম বিনাশের কারণ, যেহেতু নিত্য বিগ্রহত্বের প্রমাণ জন্ম খণ্ডে।

অহং ত্বঞ্চাপি ভগবন্নাবয়োর্নিত্য বিগ্রহঃ।
আবয়াবংশভুতাযে প্রাকৃতা নষ্ট বিগ্রহাঃ॥

শিব প্রতি বিষ্ণু কহিয়াছেন, হে শিব! তোমার ও

আমার বিনাশ রহিত নিত্য বিগ্রহ রূপ। আমাদিগের অংশ ভূত যে প্রাকৃত ব্যক্তি সকল তাহাদিগের শরীরের বিনাশ আছে। অতএব নিষ্পন্ন হইতেছে, শিব বিষ্ণু প্রভৃতি বিনাশ রহিত নিত্ব বিগ্রহ। অপিচ শাস্ত্র ও যুক্তিতে ইহাই স্থির হইতেছে, স্বাকার রূপই ধ্যেয়। নিরাকার রূপ অধ্যেয় হয়। স্বাকার উপাসনাতেই নিরাকারের উপাসনা হয়, যেহেতু নিরাকার স্বাকার পদবাচ্য এক মহাদেব ফলিতার্থ নিরাকারের উপাসনাই হইতে পারে না। যেহেতু শাস্ত্রে।

মষ্যাবেশ্য মনোযেমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতাস্তেমে যুক্তোওমামতাঃ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন। যাহারা আমাকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ বিশিষ্ট পরমেশ্বর জানিয়া আমাতে একান্ত চিত্ত ও আমার উদ্দিশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার আরাধনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই পরমযোগী হয়েন। পুনশ্চ।

ক্লেশোঽধিক তরস্তেষা মব্যক্তাশক্তচেতসাং
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

নির্ব্বিশেষ ভাবাতীত বাচাতীত অব্যক্ত পরব্রহ্মে আশক্ত চিত্ত, সাধকদিগের ক্লেশ অধিক যেহেতু অব্যক্ত বিষয়ে দেহাভিমানীদিগের নিষ্ঠা করণ দুঃখের কারণ হয়। হে সজ্জন্! ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, যেহেতু ভাবাতীত বিষয়ে কিরূপে ভাব গোচর হইবে।

যেতু সর্ব্বানি কর্ম্মাণি ময়িসংন্যস্যমৎপরাঃ।
অনন্যে নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামিন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং॥

যাঁহারা তৎপর হইয়া আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমার্পণ পূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি যোগ দ্বারা উপাসনা করেন। হে পার্থ! আমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠা যুক্ত জনগণের মৃত্যু ভয় যুক্ত সংসার সাগর হইতে অল্প কাল *ধ্যে আমি উদ্ধার করি।

ময্যেবমন আধৎস্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবশিষ্যশি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

হে অর্জ্জুন! স্বভাবতঃ সংকল্প বিকল্পাত্মক যেমন তাহাকে আমার প্রতি স্থির এবং নিশ্চয়াত্মক যে বুদ্ধি তাহাকে আমাতে নিবিষ্ট কর এরূপ হইলে আমার অনুগ্রহে জ্ঞানবান হইয়া আমাকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবা ইহাতে সংশয় নাই।

হে মোক্ষাভিলাষী মানব! নিরাকারে মনোনিবিষ্ট সর্ব্বথারূপেই অসম্ভব ও দুঃখের কারণ দর্শাইয়া প্রত্যক্ষ গোচর স্বাকার কৃষ্ণাদি রূপের উপাসনা শ্রেষ্ঠত্ব দর্শাইলেন, এবং তাহাতেও অনধিকারী সাধারণ বুদ্ধিমানের নিমিত্ত আরও সুগম মার্গ লক্ষ করাইতেছেন। যথা

অথচিত্তং সমাধাতুং নশ ক্নোষিময়ি স্থিরং।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

হে অর্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুস্মরণ রূপ যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। অপিচ।

অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যাসি॥

যদি এরূপ যোগাভ্যাসেতেও অসমর্থ হও, তবে একাদশীর উপবাসাদি ব্রত ও পূজা এবং নাম সংকীর্ত্তন প্রভৃতি যাহা আমার প্রীতার্থে হয় যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান কর, এরূপ করিলেও মুক্তি প্রাপ্ত হইবা। অতএব বক্তব্য এই যে পরমেশ্বর প্রাপক এরূপ সুগম মার্গ স্থলেও যাহারা কুতর্ক রূপ কণ্টকাবৃত করত সেই মহৎ পথ রোধ করে তদপেক্ষা দুরাচারকে ন্যায় দর্শন বলেন।

বিনাস্বাকারনানোপ লব্ধে।

স্বাকার রূপ ভিন্ন নিরাকার উপলব্ধ হয় না। এস্থলে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি। উপাসনা নিরাকারে কোন রূপেই সঙ্গত হয় না।

নান্নং যথাস্থুল তুষাব্ঘাতিনাং। অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিতেছেন, হে ভগবান! তোমার কমনীয় রূপকে পরিত্যাগ করতঃ যাহারা অব্যক্ত রূপের উপাসনা করে তাহাদিগের ক্লেশ মাত্র সার হয়। যেমন তুষাবঘাতিদিগের পরিশ্রমই সার অন্নের কণা মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অতএব সজ্জন গণের স্বাকার উপেক্ষা কর্ত্তব্য হয় না। শাস্ত্রে

গবাং সর্পিঃশরীরস্থোন করোত্যঙ্গ পোষণং।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধং॥
তথা সর্ব্বশরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনাচোপাসনা দেব ন করোতি হিতংনৃষু॥

যেমন গাভীর শরীরস্থ ঘৃত তাহার অঙ্গ পোষণ করে না,

কর্ম্ম দ্বারা নিঃসৃত হইয়া ঔষধ স্বরূপ হয়। তদ্রূপ ঘৃতবৎ সর্ব্বশরীরস্থ ঈশ্বর বিনা উপাসনাতে মনুষ্যাদির ফলপ্রদ হয় না।

অতএব প্রতিমাদি স্থলে আবাহনাদি করত উপাসনা করিবেক অমূর্ত্তিরূপে চিত্ত স্থির করিতে পারে না। সুতরাং উপাসনায় বিঘ্ন হয়। যথা গাড়ূরপুরাণে ;—

অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিরোনস্যাত্ততোমূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ।

অমূর্ত্তি চিন্তায় স্থির চিত্ত হয় না এ কারণ মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন। পুনশ্চ ব্রহ্মখণ্ডে,—

সেবা ধ্যানং ন ঘটতে ভক্তানাং বিগ্রহং বিনা।

সাধকদিগের সম্বন্ধে পরমেশ্বরের বিগ্রহ বিনা সেবা ধ্যানাদি ঘটনা হয় না। অন্যচ্যকাপীলে।

সদা সর্ব্বগতোপ্যাত্মা তথা প্যাবাহয়েদ্‌বুধঃ।

আত্মা যদিও সর্ব্বত্রময় বটেন তথাপি সাধকেরা বিশ্বস্ত স্থলে আবাহন করিবেক। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে,—

নিরাকারং তথাধ্যেয়ং যথাত্মাচ তনু বিনা।

যদ্রূপ শরীর ব্যতীত আত্মা অধ্যেয় অর্থাৎ আত্মার অস্থায়ীত্ব হয় তদ্রূপ সাকার রূপ ব্যতীত নিরাকার রূপ অধ্যেয়। যথা,—

দেবাশ্চবিভুধাং শ্রেষ্ঠাঃ স্তোতুংশক্ত্যাশ্চলক্ষতঃ।
নির্লক্ষং কঃক্ষম স্তোতুংতন্নিরীহং নমাম্যহং॥

রূপ ব্যতীত পরমেশ্বরের ধ্যান ও স্তবাদি করিতে দেবতারাও অক্ষম হয়েন। নির্লক্ষ পদার্থের স্তবাদি করিতে কে সক্ষম হইতে পারে। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে।

ইন্দ্রিয়ৈ রহিতো দেবঃ শূন্যরূপঃ সদাশিবঃ।
আকারোনাস্তি দেবস্য কিং তস্য পূজনে ফলং॥

ইন্দ্রিয়াদি রহিত দেবতা এবং আকার হীন শিব শূন্য রূপ হয়। সুতরাং যে দেবতার আকার নাই তাহার পূজায় কি ফল। অতএব নিরাকারের উপাসনা নিষ্ফল।

শক্তিসংযোগমাত্রেন কর্ম্মকর্ত্তা সদাশিবঃ।
অতএব মহেশানি পূজয়েচ্ছিবলিঙ্গকং॥

শক্তি সংযোগ মাত্রেই সদাশিব ও কর্ম্মকর্ত্তা হয়েন। নচেৎ জলবৎ নিস্পন্দ পদবাচ্য অতএব শক্তিযুক্ত স্বাকার বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ পূজা করিবে। কারণ উপাসনা জন্য ও তুষ্টাদি জন্য ও অদৃষ্ট জন্য ফলদাতৃস্বরূপ গুণ বিশিষ্ট পরমেশ্বরেতেই সম্ভব নতুবা নিরাকার ব্রহ্মেতে নির্গুণাত্বাদি হেতুক অদৃষ্টাদি ফলদাতৃত্বের সম্ভাবনা কোন মতেই নাই। হে সজ্জন! যে রূপের যে নিয়ম তাহার অন্যথা আচরণে কি শুভ হইতে পারে, ফলিতার্থ স্বাকার রূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব। যেহেতু স্বাকার রূপেই জ্ঞানরূপ বারিবর্ষণ দ্বারা সমুহ কলুষ মল বিনষ্ট করিয়াছেন। নিরাকার হইতে সেই মহৎ ফল কে কোথা লভ্য করিয়াছেন পরন্তু বাদীর বাক্যানুরোধে নিরাকারের প্রধানত্ব স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা ফলজনকও অসম্ভব তাহার প্রমাণ গবর্ণমেণ্ট প্রধান হইলেও দস্যু কর্ত্তৃক উপদ্রবের শান্তি মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন হইতে পারে না। এ প্রযুক্ত নিরাকারোপাসনা নিষ্প্রয়োজনীয় এবং চারি বেদে একমাত্র স্বাকার বিশিষ্ট অগ্নি চন্দ্র রুদ্র প্রভৃতির উপাসনা ভিন্ন

নিরাকারের উপাসনা লক্ষ্য হয় না। যথা জনক খাণ্ডিক্য সংবাদে।

বিশ্বস্বরূপং বৈরূপ্যং লক্ষণং পরমাত্মনঃ।
নতদ্যোগ যুজাশক্যং নৃপচিন্তয়িতুং মতঃ।
ততস্থূলং হরেরূপং চিন্ত্যং যদ্বিশ্ব গোচরং॥

বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের বিলক্ষণ রূপ আত্মা যাঁহাকে নিরাকার কহে তাহাতে ধ্যান ধারণাদি যোগচিন্তা দ্বারা কোন সাধকই যুক্ত হইতে পারেন না। এ হেতু অচিন্ত্যরূপ কোন মতেই চিন্তনীয় নহে। অতএব তাঁহার বিশ্ব গোচরীভুত চিন্তনীয় স্থূল রূপের উপাসনা করিবেক। হে মহোদয়! তাহাতেই সমস্ত রূপের উপাসনা সিদ্ধ হয় যে হেতু সর্ব্ববিষ্ণুময়ং জগৎ। অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুই মূর্ত্ত অমূর্ত্ত রূপে সমস্ত এস্থলে যেমন বৃক্ষের অগ্রে জলধারা নিক্ষেপ করিলে মুলেও সে জল প্রাপ্ত হয় এবং যদিচ মূলে জল প্রদান করিলেও তদ্দ্বারা শাখা পল্লব পুষ্ট হয় তথাচ অগ্রে জল প্রদান করাই প্রচলিত নিয়ম তাহার প্রমাণ মালী উদ্যানে জলদান করিতে বৃক্ষের অগ্রভাগেই করিয়া থাকে, পরন্তু তাহাতে যেমন ফলজনকত্ব, মুলে প্রদানে তত নহে।

হে সজ্জন! যাহারা অজ্ঞানতা নিবন্ধন শাস্ত্রার্থ নিষ্পন্ন করিতে অক্ষম তাহারাই স্থুলরূপকে মায়িকনশ্বর বলিয়া নিরাকারে মনো ধারণা করিতে যত্নবান হইয়া নিরর্থক যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহার প্রমাণ ভগবদ্গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে। যাহা অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা—

এবং শতত যুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাংপর্য্যুপাসতে।
যেচাপ্যক্ষর মব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥

স্বামী কৃত টীকা অনুযায়ী অর্থ যথা। সগুণোপাসনা এবং নির্গুণোপাসনা এই উভয়ের মধ্যে কোন উপাসনা প্রশস্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাই নির্ণয় আশয়ে অর্জ্জুনের প্রশ্ন যেহেতু শ্রীভগবান একাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে এবং অন্যান্য শ্লোক দ্বারা সগুণোপাসক ভক্তিনিষ্ঠা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কহিয়াছেন। আবার সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোক এবং অন্যান্য শ্লোক দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও শ্রেষ্ঠত্ব কহিয়াছেন। এইক্ষণে এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাধান্য ইহা জানিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুন কহিতেছেন, হে কৃষ্ণ! যাঁহারা তোমাতে পরমনিষ্ঠাযুক্ত হইয়া এবং তোমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমার্পণ করিয়া তোমাকে বিশ্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান জানিয়া উপাসনাদি করেন আর যাহারা অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম এই জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই উভয় দলের মধ্যে কোন দল উত্তম যোগবেত্তা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাহা বলুন মহাশয় অর্জ্জুনের এইরূপ পষ্ট প্রশ্নে ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে অনেকানেক শ্লোকে স্বাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং ক্লেশোদধিকতরস্তেষাং ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা নিরাকার উপাসনা দুঃখ জনক দর্শাইতেও ত্রুটী [illegible] নাই এবং বিবিধ শাস্ত্রার্থেও ইহা অপ্রকাশ নাই [illegible] যাহারা এই মাহাজন চরিতপন্থা কুতর্ক গর্জ্জন রূপ [illegible] করত সুগতি অবরোধ করে তদপেক্ষা কি মন্দ মতিমান আর আছে।

কাপিলে।

সদাসর্ব্বগতোপ্যাত্মা তথাপ্যাবাহয়ে বুধঃ।

গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং শ্রবেৎ স্তন মুখাৎ যথা ।।

সর্ব্বদা সর্ব্বগত আত্মা যদ্যপি বটেন তথাপি জ্ঞানি ব্যক্তি তাঁহাকে স্থান বিশেষে আবাহন উপাসনা করিবেন, যেমন গাভীর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপক দুগ্ধ হইয়াও স্তনমুখেই স্রব হয়। তদ্রূপ পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও স্থান বিশেষেই লভ্য হয়। অন্যচ্চ

যথা সর্ব্বগতোহপীশ্বর স্তত্রোপাস্যমানঃ প্রসীদিতি।

যদিস্যাৎ সর্ব্বগত পরমেশ্বর বটেন তথাপি তৎ আধারে উপাসনা করিলে শিঘ্র প্রসন্ন হয়েন।

হে সজ্জন! ইহা যুক্তি যুক্ত বটে অধুনাও দৃষ্ট হই-তেছে, স্থানে স্থানে তুল্য চাষ ও তুল্য বীজ রোপণ করিলেও তুল্য ফল লাভ হয় না। অতএব বক্তব্য সাধারণ কার্য্যেও যদি স্থলের ন্যূন্যাতীরেক সাব্যস্থ হইল তখন পরমেশ্বর প্রাপক স্থলের বিবেচনা কেন না হইবে? বিশেষ যা বর্ণ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। যথা

অথ হৈনং মৈত্রী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং যত্রযো-নন্তোব্যক্ত আত্মাতং কথ মহং বিজানীয়া।

যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা পরমেশ্বর তাঁহাকে আমি কি প্রকারে জানিব। উত্তর।

বরনায়াং নাস্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

বরুণা এবং অসি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র এ কারণ তাহার নাম বারানসী পরমেশ্বর প্রাপকস্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এবং কাশীখণ্ডেও ইহা স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুনরপি জাবলশ্রুতি।

সর্ব্বানিন্দ্রিয় কৃতানদোষান বারয়তি তেন বরণাভবতি।
সর্ব্বানিন্দ্রিয় কৃতান পাপান নাশয়তি তেন নাশীভবতি॥

সকল ইন্দ্রিয় কৃত দোষকে বারন করেন এ নিমিত্ত তিনি বরণা হইয়াছেন, আর সকল ইন্দ্রিয় কৃত পাপকে নাশ করিয়া নাশী নামে খ্যাত হইয়াছে। এ জন্য শ্রুতি বলেন বরনাশীতে অবগাহন করতঃ অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যিনি বাস করেন তিনি পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, তীর্থাদিস্থান যে চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক ইহা সকল বেদেই অনুশাসন করিয়াছেন। সুতরাং এ সকলকে অমান্য করিলে বেদ প্রতি অসূয়া করা হয়। হে সজ্জন! শিষ্টানাং ব্যবহারোপি প্রমাণং বেদবন্তুবেৎ। শিষ্টদিগের ব্যবহারও বেদবৎ গ্রহণীয় এ স্থলে বেদেও যাহা বলেন শিষ্ট জনের ব্যবহারও তাহাই লক্ষ হইতেছে এ বিধায় ইহার পর তর্ক হইতে পারে না।

হে মহোদয়! আমাদের এরূপ ক্ষুদ্র বুদ্ধি ক্ষুদ্র আশয় যে আমাদিগের ভক্ষণীয় কোন্ দ্রব্যের কি গুণ কি দোষ আদৌ তাহাই অজ্ঞাত, কেহ যদি প্রশ্ন করেন তোমার প্রপীতামহের পিতার নাম কি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে আমি তাহা জানি না। এমন কি বিদ্যাই বা কি অবিদ্যাই বা কাকে বলে এতক তাহার নিশ্চয়ে অনভিজ্ঞ। এস্থলে

পরমেশ্বর প্রাপ্তব্য নহে, স্বাকার দেব দেবী ব্রহ্ম নহে, ইহাও কি অস্মদ্বিধ জনগণের কথিতব্য? যাহা হউক এই সম্বন্ধে যত লিখিবার ইচ্ছা ছিল, অশেষ কারণে অসমর্থ হইয়া এই পর্য্যন্ত ৫ম খণ্ড সমাধা করতঃ সজ্জন সমীপে এই প্রার্থনা করি শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়ে তর্কাম্বুরক্ত না হইয়া সার গ্রহণ করিবেন। কিমধিকমিতি।

———●●●———

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।৶০	৭	দুর্জ্জনবদনে	ব্যভিচরতি
		সুজন মুখে	নৈবকচিদপি
।৵	৮	ফনি	ফণী
১	১০	কোটী	কোটীং
২	৪	শ্রুতং বেদা	শ্রুতাৎবেদো
১৪	৫	নামপদ্মাদৈ	নামসদ্মা
১৭	১১	শক্তা	শাক্তো
১৮	১২	সংশয়	সংসার
৩১	৯	হরিহপ	হরিহর

বিজ্ঞাপন।

মুর্শিদাবাদ খাগড়া আচার্য্যপাড়া প্রথম হইতে পঞ্চমখণ্ড জ্ঞানদীপিকা প্রাপ্তব্য।

সম্পাদক

শ্রীকালীচন্দ্র লাহিড়ি